খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এপ্রিল, ২০১০

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ:১	প্রারম্ভিক	০১
পরিচ্ছেদ:২	প্রশাসন ও প্রবর্তন/কার্যকরীকরণ	০৪
পরিচ্ছেদ:৩	মালিকানা, বন্টন এবং পানি ব্যবহারের অধিকার	০৬
পরিচ্ছেদ:৪	বিধিসম্মত বিদ্যমান পানি ব্যবহার	০৯
পরিচ্ছেদ:৫	পানি ব্যবহারের জন্য সাধারণ প্রাধিকার এবং লাইসেন্স	১০
পরিচ্ছেদ:৬	পানির উপর নিয়ন্ত্রণ	১২
পরিচ্ছেদ:৭	সংস্কার ও সংরক্ষণ	১৫
পরিচ্ছেদ:৮	আর্থিক অনুবিধি	১৭
পরিচ্ছেদ:৯	পানি ব্যবহারকারী সংঘ	১৯
পরিচ্ছেদ:১০	ভূমিতে প্রবেশ এবং ব্যবহারের অধিকার	১৯
পরিচ্ছেদ:১১	সাধারণ অধ্যাদেশ	২০
তফসিল:১	অনুমতিদানের যোগ্য পানির ব্যবহার	২২
তফসিল:২	নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ	২২
তফসিল:৩	পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত অথবা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা, কার্যকলাপ এবং দায়িত্বাবলী পালনের এখতিয়ার	২২

খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন

এপ্রিল, ২০১০

বাংলাদেশের পানি নীতিকে কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সদ্ব্যবহার, পুনরুদ্ধার ও ভরাট নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রণীত একটি আইন।

বাংলাদেশের পানি সম্পদকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত, সুষম ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং উহাদের সংস্কার ও সংরক্ষণে এবং ইহার সহিত সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদিকে সহজতর ও নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনসমূহ সুদৃঢ় এবং ক্রুটি বিচ্যুতি দূর করিয়া একটি আইন প্রণয়ন খুবই প্রয়োজন।

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল:

পরিচ্ছেদ : ১
প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন :

১) এই আইন বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে ।
২) পার্বত্য চট্রগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা ইহার অর্ন্তভূক্ত। পার্বত্য জেলা কাউন্সিল এই আইন অনুসরণপূর্বক পার্বত্য চট্রগ্রামের পানি সম্পদ আইন গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ সরকার ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করিতে পারিবে।
৩) সরকার এই আইনের বিভিন্ন ধারার জন্য বিভিন্ন সময় ধার্যপূর্বক সরকারি গেজেট নোটিশের মাধ্যমে ইহা কার্যকর করিতে পারিবে।
৪) এই আইনের প্রয়োগে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে দেশের প্রচলিত আইন কার্যকর হইবে।
৫) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা :

১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে -
(অ) "আইন" বাংলাদেশ পানি আইন, ২০০৮ কে বুঝায়;
(ই) "পানির" অধিকার হইতেছে পানি ব্যবহারের অধিকার অর্জন অথবা কোন উপায়ে এবং যে কোন উদ্দেশ্যে উৎস হইতে পানি গ্রহন ও অপসারন;
(ঈ) "পানি ধারক স্তর" অর্থ ভূ-গর্ভস্থ শিলা অথবা মাটির স্তর যাহা পানি ধারণ এবং পরিবহণ করিতে পারে, যেখান হইতে পানি কাজে লাগানো যায়, পানি উত্তোলন করা যায়;
(উ) "বাওড়" হইতেছে খুরাকৃতির এক প্রকার হ্রদ যাহা সময়ের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে নিজের স্রোত ধারা পরিবর্তন করে;
(ঊ) "সুবিধাদায়ক ব্যবহার" হইতেছে অপচয়ব্যতীত পানির ব্যবহার যাহা সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেকোন অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনমুখী ব্যবহারসহ টেকসই উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ;
(ঋ) "বিল" হইতেছে প্রাকৃতিক নীচু জায়গা অথবা বৃত্তাকার এলাকা যাহা বৃষ্টিপাত বা নদীর পানির দ্বারা প্লাবিত হয় ও যাহা সারা বৎসর পানি ধারণ করে বা করে না;
(এ) "বোর" হইতেছে ভূপৃষ্ঠের যেকোন ফাটল, গর্ত, কূপ অথবা অন্যান্য উন্মুক্ত স্থান অথবা প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান বা কৃত্রিমভাবে নির্মিত কোন ভূ-গর্ভস্থ উন্নত গহ্বর, যাহা বিচ্ছিন্নকরণ, সংগ্রহকরণ, চালুকরণ অথবা ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার অথবা ভূমির উপরিভাগ বা নীচ দিয়া পানির স্তরকে বিস্তৃত করিয়া পানি ব্যবহার করা যাইবে, ব্যবহার করা হইতেছে অথবা ব্যবহার করা হইবে;
(ঐ) "জলাশয়" অর্থ নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবন ভূমি, হাওর-বাওর, দীঘি, ঝর্ণা অথবা সর্বশেষ অন্য কোন উৎস হইতে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাব সৃষ্ট অথবা খননকৃত জলপ্রবাহ অথবা সর্বশেষ ভূমি জরিপ নক্শায় খাল হিসাবে অথবা সরকার, স্থানীয় সরকার অথবা কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জলাশয়, বন্যা প্রবাহ ও ধারণ এলাকা হিসাবে ঘোষিত অথবা চিহ্নিত এমন কোন জলাভূমি;
(ও) "চার্জ" হইতেছে এই আইনের অধীনে আরোপকৃত ফি, মূল্য বা শুল্ক অন্তর্ভুক্ত করা;
(ঔ) "সংরক্ষিতকরণ" হইতেছে দক্ষতার উন্নতি, রিসাইক্লিনিং, পূনঃব্যবহার অথবা অপচয়রোধ বা ক্ষয়রোধ, সংরক্ষণ এবং প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্তকরণ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়;

(ক) "সংরক্ষিতকরণের উপায়সমূহ" বলিতে একজন পানি ধারনকারী ব্যক্তি অথবা কতিপয় পানি ধারনকারী ব্যক্তিগণ একটি অনুমোদিত সংরক্ষিত চুক্তির ঐক্যমত অনুসরণপূর্বক ভোগজনিত ব্যবহার অথবা পানির অধিকার প্রয়োগ উভয়ই প্রশমিত করিতে পারেন;

(খ) "ভোগজনিত ব্যবহার" বলিতে যেকোন ব্যবহারের মাধ্যমে পানির উৎসে পানির পরিমান হ্রাস পাওয়াকে বুঝায়;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই আইনের অধীনে একটি নির্দ্দিষ্ট কার্যক্রম অথবা দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার অথবা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি উপযুক্ত দল বা সংস্থাকে বুঝায়;

(ঘ) "ইসিএন ডব্লিউআরসি (ECNWRC)" হইতেছে জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি;

(ঙ) "খাড়ী" হইতেছে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ একটি জলধারা যাহা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী এবং যাহার মধ্য দিয়া ভূমি হইতে স্বচ্ছ পানি সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হয়, যাহা পরিমাপ যোগ্য;

(চ) "হাওড়" হইতেছে দুইটি ভিন্ন নদীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বাটি আকৃতির বৃহদাকার নিম্নভূমি;

(ছ) "খাল" হইতেছে পানির অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের জন্য প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট জলস্রোত;

(জ) "অভোগজনিত ব্যবহার" হইতেছে পানির একটি সুবিধাজনক ব্যবহার যাহার সাহায্যে জলপ্রবাহ অথবা দেশের অন্য কোন উৎসের পানি এমনভাবে সরানো বা ভিন্নমুখে ধাবিত করা হয় যাহাতে পানির গুণগতমান ও পরিমান বাস্তবে হ্রাস না পাইয়া ফিরিয়া আসে অথবা পানি তাহার উৎপত্তি স্থলে অথবা উৎপত্তি স্থলের নিকট অবস্থান নেয়;

(ঝ) "দূষণ" বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির প্রাকৃতিক, রাসায়নিক অথবা জৈবিক গুণাবলীর পরিবর্তনকে বুঝায়:

(১) কোন সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত যাহার জন্য ইহা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রত্যাশিত; অথবা

(২) ক্ষতিকর বা প্রবলভাবে ক্ষতিকর:

   (ক) মানুষের মঙ্গল, স্বাস্থ্য অথবা নিরাপদের জন্য;
   (খ) জলজ এবং অ-জলজ জীবের জন্য;
   (গ) সম্পদের গুণগতমান, অথবা
   (ঘ) সম্পদের জন্য;

(ঞ) "আওতাভুক্ত" এই আইনের অধীনে নিয়ম-নীতি দ্বারা আওতাভুক্ত;

(ট) "রক্ষণ" পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত, যা পানি সম্পদের গুনাগুণ রক্ষণাবেক্ষন করিয়া ইকোলজিক্যালি স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা যায়, পানি সম্পদের হ্রাস প্রতিরোধ এবং পুণর্বাসন করা যায়;

(ঠ) "নিরাপদ উত্তোলন" হইতেছে পানিধারক স্তর হইতে যে পরিমান পানি উত্তোলন করা হয় তাহাতে যেন পানি সরবরাহ হ্রাস না পায় এবং এই উত্তোলনের ফলে যাহাতে পানিধারক স্তর, পানির গুণগতমান অথবা পরিবেশের কোন ক্ষতি না হওয়া;

(ড) "সমসীমা যুক্তের বাধ্যবাধকতা" বলিতে পানি বিষয়ক কার্যাদির জন্য নদী গর্ভ অথবা নদীকূল অথবা অপরের মালিকানাধীন পার্শ্ববর্তী জমি দখলের অধিকারকে বুঝায়;

(ঢ) "কৃত্রিম জল প্রণালীর বাধ্যবাধকতা" বলিতে পানি বিষয়ক কার্যাদির ক্ষেত্রে পানি উত্তোলন অথবা পানি স্থানান্তরের জন্য অপরের জমি দখলের অধিকারকে বুঝায়;

(ণ) "জলমগ্নতার বাধ্যবাধকতা" বলিতে পানি বিষয়ক কার্যাদির ক্ষেত্রে অন্যের জমি পানি নীচে নিমজ্জিত করিয়া দখল করার অধিকারকে বুঝায়;

(ত) "জলপ্রবাহ হ্রাস" হইতেছে জলস্রোতের প্রাপ্তিসাধ্যতা হ্রাসের মাধ্যমে অন্যান্য পানি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন মিটানোকে বুঝায়;

(অঅ) "ভূ-পরিস্থ পানি" হইল পুকুর, হ্রদ, লোনাপানি, জলস্রোত এবং নদীসহ ভূমির উপরিভাগে জমিয়া থাকা পানি;

(অই) "লাগসই উন্নয়ন" এই আইনের অধীনে, অনবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের অবনতি প্রতিহত করার মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়;

(অঈ) "লাগসই উত্তোলন" বলিতে সংরক্ষিত জৈবিক, রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক রক্ষণাবেক্ষণ সহ পানির উৎসের দীর্ঘ সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া সেখানে বিদ্যমান পানির পরিমান অপসারনকে বুঝায়;

(অউ) "ভূ-গর্ভস্থ পানি" বলিতে ভূ-পৃষ্টের নীচের পানিকে বুঝায়, যাহা যে কোনভাবে কোন নির্ধারিত নাব্য জলাশয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অথবা ভূ-পৃষ্টের উপর অনুস্রাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে উত্তোলন করা যায়;

(অঊ) "ব্যবহার" বলিতে অপসারণ, পাম্প, উত্তোলন, গ্রহণ, ব্যবহার অথবা পুনঃব্যবহার অথবা ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য ঐ পানিকে ব্যবহার অথবা পুনঃব্যবহার বুঝায়;

(অঋ) "বর্জ্য" বলিতে যে কোন কঠিন বা তরল পদার্থ গলিয়া বা পানিতে বাহিত হইয়া (তলানী সহ) এবং যাহা পরিমাপ, গঠন এবং আচরণে এমনভাবে ভূমি অথবা পানির উৎসে জমে যাহাতে সারা বৎসর অথবা বৎসরের কোন সময়ে পানির গুণগত মানের ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়;

(অএ) "বাংলাদেশের পানি" প্রজাতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যে ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ এবং বায়ু মন্ডলের সমস্ত পানিকে বুঝায়;

(অঐ) "জলাশয়" বলিতে একটি এলাকা যাহা সারা বৎসর অথবা বৎসরের কোন কোন সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে বুঝায় ।

(অও) "জলস্রোত" বলিতে নদী, ঝর্ণা, প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট জলপথকে বুঝায় যেখানে নিয়মিতভাবে বা বিরতিতে একটি আর্দ্র ভূমি, হ্রদ অথবা বাঁধ হইতে পানি প্রবাহিত হয়;

(অঔ) "পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান" বলিতে একটি ব্যবস্থাপনা এজেন্সি, পানি ব্যবহারকারীদের একটি সংঘ, পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে গঠিত একটি দল অথবা এই আইনে অনুসরণরত বাংলাদেশের পানি সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, বরাদ্দ এবং পরিকল্পনার জন্য পানি ব্যবস্থাপনার উপযোগিতার দায়িত্বে নিয়োজিতকে বুঝায়;

(অক) "পানি সম্পদ" বলিতে ভূ-পৃষ্টস্থ পানিসহ বিভিন্নভাবে পুঞ্জীভুত পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, বৃষ্টির পানি, জলস্রোত, নদীর মোহনা, পানিধারক স্তর, আর্দ্র ভূমি, জলাশয়, উপকূলীয় পানির বিস্তৃতি সহ পানির যে কোন প্রকার সংগ্রহণ বুঝায় যাহা পুঞ্জীভুত পানির অন্যান্য উৎসগুলি সংরক্ষণের জন্য জরুরী বলে বিবেচিত;

(অখ) "পানি সমস্যাপুর্ণ এলাকা" যেখানে পানির চাহিদা অত্যাবশ্যকীয় অথবা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ দূরভিগম্য অথবা যেখানে বিদ্যমান অথবা পানির কার্যকর গুণগতমানের প্রকট সমস্যা বুঝায়;

(অগ) "পানি ব্যবহার অধিকার" বলিতে এই আইনের শর্ত অনুসারে বাংলাদেশের নির্দ্দিষ্ট কোন অংশের পানি আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে ব্যবহারের মালিকানার অধিকারকে বুঝায়;

(অঘ) "আর্দ্রভুমি" বলিতে যে ভূমি স্থলজ ও জলজ পদ্ধতির পরিবৃত্তিকাল এবং যেখানে পানির স্তর সাধারণত ভূমির উপরিভাগে অথবা নিকটবর্তী এলাকায় অগভীর স্তরের পানি দ্বারা আবৃত এবং স্বাভাবিক অবস্থার পলিবৃত মাটিতে গাছপালার জীবন ধারনের উপযোগিতাকে বুঝায়;

(অঙ) "অবৈধ দখলদার" অর্থ আইনানুগ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি অথবা কর্তৃত্ব এবং আবশ্যকমত আইনানুগ দলিল সম্পাদক ব্যতীত কোন জলাশয়ের তীরে অথবা ভিতরে কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়াছেন অথবা তাহার দখল স্বত্বের সময়সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

(অচ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্য কোন আইনের অধীন সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ;

(অছ) "পুনরুদ্ধার" অর্থ কোন নদ-নদী, খাল-বিল অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক জলাশয় যে এলাইনমেন্টে বিদ্যমান ছিল বলিয়া সর্বশেষ ভূমি জরিপ নকশায় ও রেকর্ডে অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন ডকুমেন্টে চিহ্নিত আছে, তাহা পূর্বের এলাইনমেন্টে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম। নদীতে অথবা নদীর মোহনায় জাগিয়া উঠা চরও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(অজ) "প্লাবন-ভূমি" অর্থ নদীর নিকটবর্তী ভূমি যাহা সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে কিন্তু প্রতি বৎসর বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়। নদীতে বা নদীর মোহনায় জাগিয়া উঠা চরও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(অঝ) "ফোরশোর" অর্থ বৎসরের যে কোন সময় ভরা কাটাল জোয়ার (Ordinary spring tide) এর সময় নদীর সর্বনিম্ন পানি সমতল (low water mark) হইতে সর্বোচ্চ পানি সমতল (high water mark) এর মধ্যবর্তী অংশ এবং The Port Act, 1908 অনুযায়ী গেজেটে ঘোষিত নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দর এলাকায় সর্বোচ্চ পানি সমতল (high water mark) হইতে নদীর তীর ৫০ মিটার এবং অন্যান্য এলাকায় ইহা সর্বোচ্চ পানি সমতল হইতে ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে;

(অঞ) "বাঁধ" অর্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন অথবা পানি ধারণের জন্য নির্মিত ও ব্যবহৃত নদীর তীর, ড্যাম, ওয়াল, ডাইক, বেড়ী বাঁধ অথবা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত বাঁধ;

(অট) "ভূমি" অর্থ 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ২(৬) ধারায় সংজ্ঞায়িত অর্থ;

(অঠ) "স্থায়ী অবকাঠামো/স্থাপনা" অর্থ নদ-নদী, খাল-বিল ভরাটকরণ, পাকা-আধাপাকা অথবা কাঠের তৈয়ারী বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের (যে আকারের হউক না কেন) জন্য নির্মিত ঘর, দোকান, বিশ্রামাগার ইত্যাদি।

২. এই আইনে বিভিন্ন প্রকার শব্দ এবং বাচনভঙ্গী ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন সংজ্ঞা বর্ণনা করা না হইলেও প্রাসংগিক আইনে তাহাদের উপর আরোপিত অর্থ বর্তায়।

পরিচ্ছেদ : ২
প্রশাসন ও প্রবর্তন/কার্যকরীকরণ

৩. সাধারণ প্রশাসন ও প্রবর্তন/কার্যকরীকরণ

১) এই আইনে সাধারণ প্রশাসন ও প্রবর্তন/কার্যকরীকরণ অনুবিধির অধীনে সরকারের অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিনিধিকে যে সব কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে সে সব কার্যকলাপ ব্যতীত লাইসেন্স অনুমোদনের জন্য মান নির্ধারণ, আন্তঃসংস্থা সংঘাত নিরসন এবং প্রাশাসনিক বিধি লংঘনের জন্য দন্ড প্রদানের ক্ষমতা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হইবে।

২) পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় আন্তঃসংস্থা সমূহের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে ইহার অধিনস্ত সংস্থা অথবা দপ্তরকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে অথবা আইন জারি করিয়া পানি সম্পর্কিত ট্রাইবুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

৩) এই বিষয়ের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) এই আইন প্রয়োগের জন্য সরকারের একজন সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করিবেন। ইহা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সকল সেক্টরে পানি সম্পদ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সরকার ও এজেন্সীর মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পর শুনানী শেষে আপিল নিস্পত্তি করিবে।

৪) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) সেক্রেটারীয়েট হিসাবে দয়িত্ব পালন করিবে এবং এই আইন অনুসরণপূর্বক অন্যান্য সকল কার্যকলাপ সম্পাদন করিবে।

৪. সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ

উপধারা (২) শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের অধীনে সরকার তাহার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব ন্যাস্ত করিতে পারিবে -

ক. সরকার যে কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে একটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

খ. সরকার একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকেও উক্ত নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৫. এই আইন প্রবর্তনে সংস্থাসমূহের কর্তৃত্ব গ্রহনের ক্ষমতা

সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ যে কোন জনসাধারণ অথবা বেসরকারি সংস্থা হইতে যে কোন উপাত্ত, প্রতিবেদন, ম্যাপ, দলিল অথবা যে কোন উপাদান সরবরাহের জন্য ফরমাস করিতে পারিবে এবং জরিপ পরিচালনা ও হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধান এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ তাহাদের কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে প্রয়োজনীয় এইরূপ অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য জমির মালিককে পূর্বে নোটিশ জারির মাধ্যমে যে কোন বেসরকারি ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে।

৬. পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দিক নির্দেশনা

যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অথবা প্রতিষ্ঠানের যে কোন কার্যাবলী অথবা দায়িত্ব পালনের কৌশলসহ ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর আইন প্রয়োগের জন্য সরকার পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৭. বিরোধ নিরসনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার

১) বিদ্যমান যে কোন আইনে এই বিষয়ে কোন কিছু ভিন্নভাবে সুস্পষ্টরূপে উলেখ না থাকিলে এই আইনের বিধি মোতাবেক পানি বন্টন, সদ্ব্যবহার, অনুসন্ধান, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংস্কার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইনগত অধিকার রহিয়াছে।

২) পানি অধিকার সংক্রান্ত মতবিরোধ দেখা দিলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং এক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করা যাইতে পারে তখনই যখন কেহ স্থগিতাদেশ অথবা রহিতকরণ জারির ফলে উদ্ভুত ক্ষতি পোষাণোর লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত পরিমান অর্থ প্রদানের মুচলেকা দিয়া মামলা রুজু করিবে বা পুনঃবিচার প্রার্থনা করিবে। যদি না উক্ত স্থগিতাদেশ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদান করা না হইয়া থাকে।

৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিরোধ নিস্পত্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য আবেদন পেশের পর ৬০ দিনের মধ্যে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৪) এই আইনের অধীনে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অথবা কোন কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা মন্ত্রণালয় হইতে মনোনীত যে কোন কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন সরকারি অথবা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে ঐ এজেন্সী অথবা কর্তৃপক্ষ অনুরূপ সাহায্য প্রদান করিবে।

৮. পানি কর্মসূচী এবং প্রকল্পের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি এর সম্মতি

১) ইসিএনডব্লিউআরসি (ECNWRC) এর পূর্ব সম্মতি ছাড়া পানি সম্পদ বন্টন, সংরক্ষণ, সদ্ব্যবহার, উত্তোলন, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ সম্পর্কিত কোন কর্মসূচী অথবা প্রকল্প গ্রহন করিতে পারিবে না; তবে সরকারের বিশেষ বিবেচনা ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে। ইসিএনডব্লিউআরসি, ওয়ারপো অথবা অন্য কোন সংস্থাকে নকশা এবং নমুনা পুণঃনিরীক্ষার ক্ষমতা প্রদান করিবে এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা এই সংক্রান্ত সরকারি ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

২) পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ইসিএনডব্লিউআরসি জনসাধারণের সাথে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিবে।

৯. ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট আপিল

এই আইনের (৩) ধারা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি বা পক্ষ অথবা এই আইনের অন্য কোন ধারাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অন্য কোন পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ঐ মন্ত্রণালয় অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিএনডব্লিউআরসিতে আপিল করিতে পারে।

১০. আইন লংঘনের শাস্তি

(১) এই আইনের অধ্যাদেশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বিধি জারি করিবেন যাহাতে অর্থদন্ড, কারাদন্ড, পানির লাইসেন্স স্থগিত অথবা বাতিল অথবা পানি ব্যবহারের অন্যান্য অধিকার প্রত্যাহার অথবা পূর্বোক্ত যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) শাস্তি, ইত্যাদি- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে তিনি কমপক্ষে ৬ মাস ও অনধিক ৫ বৎসরের কারাদন্ডে এবং অনধিক ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা- Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর এই আইনের অধীনে অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(৪) সম্পাদিত কার্যক্রম রক্ষণ- এই আইন অথবা বিধির অধীন সম্পাদিত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ডের/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্তৃপক্ষের/সরকারের কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যক্রম (Any Legal Proceedings) গ্রহণ করা যাইবে না।

১১. অপরাধ সমুহ

ধারা (১০) এর অধীনে সরকার বিদ্যমান আইনের অনুবিধি কার্যকর সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কার্যাবলীর জন্য দন্ড প্রদান করিতে পারিবে-

ক. এই আইনের অধীনে অনুমোদিত ক্ষেত্র সমুহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করিলে;

খ. এই আইনের অধীনে কোন হিসাব বহি, দলিল অথবা সম্পত্তি দেখাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা দেখাইতে ব্যর্থ হইলে;

গ. এই আইনের অধীনে সংযুক্ত অনুমোদিত পানি ব্যবহারের যে কোন শর্ত মানিতে ব্যর্থ হইলে;

ঘ. এই আইনের অধীনে জারিকৃত কোন নির্দেশ মানিতে ব্যর্থ হইলে;

ঙ. বেআইনীভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলা বশতঃ কোন পানি কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয় বা পৌরসংঘের মোহর অথবা পানি কার্যক্রমে ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্রে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিলে;

চ. এই আইনের অধীনে তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হইলে সেক্ষেত্রে উপাত্ত অথবা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হইলে অথবা প্রত্যাখ্যান করিলে অথবা ভুল অথবা বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রদান করিলে;

ছ. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন আবশ্যক দাবি করিলে বিদ্যমান আইনসম্মত পানি ব্যবহার নিবন্ধন করিতে ব্যর্থ হইলে;

জ. এই আইনের অধীনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বাধ্যবাধকতা অনুসরণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার অধিকার গ্রহনে অথবা বাধ্যবাধকতা অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করিলে;

ঝ. ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বক বে-আইনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অথবা আইন লঙ্ঘন করিয়া কোন কর্মকান্ড সম্পাদনের দ্বারা পানি সম্পদ অথবা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানি মারাত্বক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে।

ঞ. পানি ব্যবহারের উপর আরোপিত অস্থায়ী বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে;

ট. পানি ব্যবহারের কোন নির্দ্দিষ্ট মানদন্ড অবহেলা করিলে;

ঠ. পানি এবং/অথবা পানির অধিকারের অননুমোদিত বিক্রি, ইজারা অথবা হস্তান্তর করিলে;

ড. পানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভিন্নমুখী বিতরণ এবং পানির সদ্বব্যবহারের জন্য যে কোন নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে, সরকারের চাহিদা অনুসারে রোগ প্রতিরোধ অথবা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

ঢ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিদ্যমান নলকূপ বা পুকুর অথবা উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবহার করিয়া ভূ-গর্ভস্থ অথবা ভূ-পরিস্থ পানির সরবরাহ পুনর্ভরণ করিলে;

ণ. সরকারের কোন আদেশ, আইন অথবা বিধি লংঘন অথবা মানিতে অসম্মত হইলে;

ত. অবৈধভাবে কোন উম্মুক্ত খাল, নালা অথবা আধারে পানি গ্রহন অথবা ভিন্নমুখী করিলে;

অঅ.প্রাকৃতিক কোন জলাধারে নৌচলাচলে বাধা প্রদান করিলেঃ
ইই. পানি সম্পদের যে কোন অবৈধ দখল অথবা দূষণ করিলে;
ঈঈ. সরকার উপযুক্ত মনে করিলে অন্য যে কোন কাজ বা অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে;

১২. কোম্পানী অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ

এই আইনের আওতায় একটি কোম্পানী কর্তৃক কোন আপরাধ সংগঠিত হইলে অপরাধ সম্পাদন কালে উক্ত স্থানে দায়িত্বাধীন ব্যক্তি যিনি উক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানীর নিকট দায়বদ্ধ এবং কোম্পানী স্বয়ং উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন। শুধুমাত্র যদি এই ধারায় এইমর্মে স্পষ্ট কিছু উলেখ না থাকে তবে তাহাকে দায়ী করা যাইবে না যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধ তাহার অজ্ঞাতে সংগঠিত হইয়াছে এবং তিনি অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সর্বোপরি সচেষ্ট ছিলেন।

১৩. সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ

এই আইনের অধীনে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিভাগ কর্তৃক কোন অপরাধ সংগঠিত হইলে অপরাধের জন্য বিভাগীয় প্রধান দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইলে সেই অনুসারে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে। শুধুমাত্র যদি এই ধারায় স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না থাকে - যাহার দ্বারা বিভাগীয় প্রধানকে শাস্তি প্রদানে বাধ্য করা যায় এবং যদি সে/ তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধ তাহার অজ্ঞাতে সংগঠিত হইয়াছে এবং সে বা তিনি অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পরিচ্ছেদ : ৩
মালিকানা, বন্টন এবং পানি ব্যবহারের অধিকার

১৪. মালিকানা

রাষ্ট্র সর্ব প্রকার পানি এবং পানি সম্পদের একমাত্র মালিক:
ক) ভূ-পরিস্থ সবধরণের পানি যেমন সকল নদী এবং প্রাকৃতিক তলদেশ, খাল, বিল, হাওড় এবং বাওড় ও পানির অন্যান্য জলাধার;
খ) অবিরাম অথবা সবিরাম ঝর্ণা এবং প্রাকৃতিক জলরাশি;
গ) ভূ-গর্ভস্থ অথবা ভু-পরিস্থ পানি;
ঘ) সমুদ্রের পানি এবং
ঙ) The port Act, 1908 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সীমার অন্তর্ভূক্ত সকল নদী ও তীরভূমি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত conservator এর নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

১৫. ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বিদ্যমান পানির মালিকানা

যদি আইনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না হইয়া থাকে তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত পানি সমূহের মালিক রাষ্ট্র :
(ক) ঐ সমস্ত জমির মধ্য দিয়া প্রাকৃতিক ভাবে প্রবাহিত সবিরাম ও অবিরাম পানি প্রবাহ;
(খ) প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হ্রদ অথবা জলাধার যদি কোন নদী অথবা পানির উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে;
(গ) ঐ সমস্ত জমিতে অবস্থিত বিলের পানি এবং
(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ অথবা ভু-পরিস্থ পানি।

শর্ত থাকে যে মালিকানাধীন জমিতে পানি পাওয়া গেলে ঐ মালিক সেই পানি গৃহস্থালীর কাজে, কৃষি কাজে এবং শিল্প সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে যদি না কোন অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন নির্ধারণ থাকে। এই শর্তে আরো উলেখ্য যে, উক্ত পানি ব্যবহারে অপচয়, অপব্যবহার অথবা অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে এই মর্মে সরকার মনে করিলে জরুরী প্রয়োজনে এই ধরণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৬. পানি অধিকার

ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্তি সাধ্য সাপেক্ষে এবং জাতীয় ও কমিউনিটির স্বার্থে চাহিদা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্টন কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

১৭. বন্টনের উদ্দেশ্য

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে পানি বন্টন করা যাইবে না ।

ক. গৃহস্থালী: গৃহস্থালীর কাজের উদ্দেশ্যে পানির ব্যবহার বলিতে পান করা, ধোয়া মোছার কাজ, গোসল, রান্নার কাজ, অথবা অন্য কোন পারিবারিক কাজের প্রয়োজনে এবং বাগানে পানি দেওয়ার জন্য অথবা গৃহপালিত পশুর জন্য পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

খ. পৌরসভা সংক্রান্ত: পৌরসভা সংক্রান্ত কাজে পানির ব্যবহার বলিতে সরকারী অফিসসহ শহর এলাকার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

গ. মৎস্য চাষ: মৎস্য চাষের জন্য পানির ব্যবহার বলিতে পারিবারিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ঘ. বন্যপ্রানী: বন্যপ্রানীর জন্য পানি ব্যবহার বলিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিরাজমান বন্যপ্রানীর স্বাভাবিক আবাস নিরাপদের জন্য পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ঙ. সেচ: সেচের জন্য পানির ব্যবহার বলিতে সকল প্রকার কৃষিকাজের জন্য পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

চ. শক্তি উৎপাদন: শক্তি উৎপাদনের জন্য পানির ব্যবহার বলিতে বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ছ. শিল্প: শিল্প সংক্রান্ত কাজে পানির ব্যবহার বলিতে উৎপাদিত পণ্যের উপাদান হিসাবে পানির ব্যবহার সহ কলকারখানা, শিল্প উৎপাদনের সরঞ্জাম এবং খনিতে পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

জ. পরিবেশ: পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক উদ্দেশ্যে পানির ব্যবহার বলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান (ইকোসিষ্টেম) সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার কাজে পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ঝ. নৌ-চলাচল: নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বলিতে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলবর্তী নৌ-পরিবহণ এবং সামুদ্রিক নৌ-পরিবহণে পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ঞ. নদীতে জল প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা: নদীতে জলপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য পানি ব্যবহার বলিতে নদীর প্রয়োজনীয় শাখা প্রশাখায় এবং জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীর বহুবিধ বৈচিত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম জলস্রোত প্রবাহকে বুঝায় ।

ট. লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ: লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানির ব্যবহার বলিতে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পানির ব্যবহারকে বুঝায় ।

ঠ. বিনোদন: বিনোদনের জন্য পানির ব্যবহার বলিতে বিনোদন কেন্দ্রে সাঁতার কাটার জন্য, নৌকা চালনা, পানিতে স্কিইং করার জন্য, গলফ খেলার মাঠে এবং বিনোদন সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানে অনুরূপ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য পানির সদ্ব্যবহারকে বুঝায় ।

ড. অন্যান্য: প্রজাতন্ত্রের জনগণের জন্য অন্য যে কোন সুবিধাদায়ক অথবা প্রথাগত ব্যবহারকে বুঝায় ।

১৮. বন্টন হইতে অব্যহতি

সরকার জননীতি অথবা জনস্বার্থে পূর্বে বন্টন করা হয় নাই বা যে কোন বা সকল উদ্দেশ্যে বন্টনকৃত পানির সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অব্যহতির ঘোষণা দিতে পারিবে এবং উহারফলে ঐ পানি ঐ উদ্দেশ্যে বন্টনের জন্য প্রযোজ্য হইবে না ।

১৯. পানি ব্যবহার অধিকার

এই আইনে ভিন্নভাবে প্রদত্ত শর্ত ব্যতীত সরকারি প্রতিনিধিগণ অথবা সরকারের অধীন অথবা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসহ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় পানি ব্যবহারের অধিকার ছাড়া পানির বন্টন করিতে পারিবে না ।

২০. প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারের অধিকার

এই আইনের শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জলাধারের পানি ব্যবহারের অধিকার রাখে:

(ক) গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য হাতে বহনকৃত পানির পাত্রের সাহায্যে পানি বহন এবং

(খ) গোসল অথবা ধৌতকাজে, গৃহপালিত অথবা খামারের জীবজন্তুকে পানি খাওয়ানো বা গোসল করানোর কাজে এবং নৌ-চালনা ও ছোট জলজযান পরিচালনায়;

২১. অন্যকোন উপায়ে পানি ব্যবহারের অধিকার অর্জন

পানি ব্যবহারের স্বাভাবিক অধিকারের বাহিরে পানির অধিকার নিম্নবর্ণিত বিষয় ব্যতীত কোনভাবেই অর্জন করা যাইবে না:

(ক) ধারা ৩১ এ বর্ণিত বিদ্যমান আইন সম্মত পানি ব্যবহারের অধিকারের মাধ্যমে ।

(খ) ধারা ৩৪ এ বর্ণিত সাধারণ প্রাধিকারের মাধ্যমে ।

(গ) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিধান দ্বারা এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পরিস্থ পানিকে নিশ্চিত, প্রতিরক্ষামূলক এবং শক্তিশালী মালিকানা/উপ-স্বত্ত্বভোগের অধিকার দেওয়া যাইবে ।

২২. প্রবেশাধিকার অর্জন

যখন যেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয় জড়িত ও নিম্নলিখিত শর্ত ব্যতীত নির্মাণ কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং পানি ব্যবহারের অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য পানি লাইসেন্সধারী কোনভাবেই প্রবেশাধিকার পাইবে না;

(ক) যদি সে মালিক, ইজারাদার, বন্ধকী হয় অথবা যে জমিতে তাহার বৈধ অধিকার রহিয়াছে যেখানে সে পানি ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব দেয়; এবং

(খ) প্রস্তাবিত প্রবেশটি যদি রাষ্ট্রীয় জনগণের জন্য খুবই উপযুক্ত এবং কম ক্ষতিকারক হয়। শর্ত থাকে যে পানি ব্যবহার ও বন্টন সম্পর্কিত প্রবেশাধিকার, চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পারিবে যদি ইহা আইন বিরোধী অথবা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর না হয়।

২৩. নদীর কূল,তলদেশ ও ফোরশোরে প্রবেশাধিকার

(১) নদীর কূল, জলস্রোত, সমুদ্রের তীর এবং হ্রদ তাহাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে এবং সরকার কর্তৃক সীমাবদ্ধকৃত একটি এলাকার মধ্যে জনসাধারণের বিনোদন, নৌচালন এবং মৎস্য শিকারের স্বার্থে প্রবেশাধিকার থাকিবে। এই এলাকায় কোন ব্যক্তিকে বিনোদন, নৌচালন এবং মৎস্য শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া দীর্ঘ সময় অবস্থানের অনুমতি দেয়া যাইবে না অথবা কোন প্রকার নির্মাণ কাজ করিতে পারিবে না।

(২) নদী তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের ঐ নদীর তলদেশ এবং ফোরশোরের উপর কোন অধিকার থাকিবে না। যদি কোন মালিক নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া কোন স্থাপনা, ইমারত ইত্যাদি নির্মাণ করেন, তিনি অবৈধ দখলদার চিহ্নিত হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) পানি সম্পদ উন্নয়ন, নদীর ভাংগন রোধ অথবা শহর রক্ষা ও জনস্বার্থে নদীর তীরে নির্ধারিত দুরত্বের মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার জমিতেও স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বাধা নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে;

(৪) জনস্বার্থে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শহর সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন, পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নৌ, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বোর্ড অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত /নির্মিতব্য আইনানুগ অবকাঠামো স্থাপনার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২৪. প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্য পরিচালনা বা প্রণালীর প্রয়োগ

এই আইনের অনুবিধিতে প্রতিষ্ঠান, বিস্তৃতি, আকৃতি এবং পানি ব্যবহারের জন্য প্রবেশাধিকারের বিষয় স্পষ্টভাবে নিরুপন করা হয় নাই, যাহা দেওয়ানী কার্য পরিচালনা প্রনালীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

২৫. পানি ব্যবহারের অধিকার স্থানান্তর

বিদ্যমান আইনের অধীনে আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াও পানি ব্যবহারের অধিকার সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অন্য ব্যক্তি অথবা দলকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন ও যথাযথ নোটিশ এবং শুনানি ছাড়া ইজারা অথবা স্থানান্তর করা যাইবে না।

২৬. অপরের অধিকার সংরক্ষণ

(১) পানি ব্যবহারের অধিকার এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার অথবা অন্যান্য অধিকারীগণ অযৌক্তিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়;

(২) উপকূলীয় নদীর মোহনার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পানির চ্যানেলসমূহ উজান হইতে স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

২৭. নদীর নীচু তীরবর্তী জমির মালিকের অধিকার এবং দায়িত্ব

(ক) এই আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট নদীর তীরবর্তী জমির মালিকদের মধ্যে যদি ভিন্ন কোন চুক্তি না থাকে তাহা হইলে নদীর নীচু তীরবর্তী জমির মালিককে স্বাভাবিকভাবে উঁচু ভূসম্পত্তির অথবা জমি হইতে প্রবাহিত পানি গ্রহনের অধিকার থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করা যাইবে না।

(খ) পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোন পদ্ধতির সংস্থান না দিয়া নদীর নীচু তীরবর্তী ভূ-সম্পত্তি অথবা জমির মালিক পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় এমন কোন নির্মাণ কাজ করিতে পারিবে না।

২৮. অগ্রাধিকারের বিধান

দুই অথবা অধিক পানি অধিকারীর পানির উৎস যদি একই উৎস হয় তাহা হইলে এই আইনের অধীনস্থ বিধান অনুযায়ী অগ্রাধিকারের রায় দেওয়া হইবে। শর্ত থাকে যে বৃহত্তর সুবিধাদায়ক ব্যবহারের স্বার্থে, বহুবিধ ব্যবহার এবং অন্যান্য সঙ্গত কারণে অগ্রাধিকার; ক্ষতিপূরণ পরিশোধের বিষয়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং শুনানি সাপেক্ষে পরিবর্তন হইতে পারিবে।

পরিচ্ছেদ: ৪
বিধিসম্মত বিদ্যমান পানি ব্যবহার

২৯. অনুমোদিত পানি ব্যবহার

১) পানি ব্যবহার করা যাইবে না, যদিঃ

(ক) ১ নং তালিকা অনুযায়ী পানির ব্যবহার অনুমতি দানের যোগ্য হয়;
(খ) ধারা ৩০ এ বর্ণিত একটি বিদ্যমান বিধির ধারাবাহিকতায় পানির ব্যবহার অনুমতি দানের যোগ্য হয়;
(গ) ধারা ৩৪ এর অধীনে ইস্যুকৃত একটি সাধারণ অনুমতি পত্রের মাধ্যমে পানির ব্যবহার অনুমতিদানের যোগ্য হয়;
(ঘ) ধারা ৩৫ এর অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মাধ্যমে পানির ব্যবহার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং
(ঙ) একজন পদাধিকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বিতরণের কাজ যদি শেষ করিয়া থাকে ।

২) উপধারা ১ এর অধীনে কোন ব্যক্তি বা অনুমোদিত প্রতিনিধি যিনি পানি ব্যবহার করেন:

(ক) অবশ্যই পানি ব্যবহারের সাথে প্রাসঙ্গিক অধিকারের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়া পানি ব্যবহার করিবে না;
(খ) তিনি এই আইনের অধীনে কোন সীমাবদ্ধতা, বিধি নিষেধ অথবা নিষেধাজ্ঞা অথবা অন্য কোন প্রযোজ্য আইনের বহির্ভূত নন;
(গ) বর্জ্য অথবা বর্জ্যযুক্ত পানি নিঃসরণ অথবা অপসারণের ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন শর্ত প্রযোজ্য না থাকে তাহা হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণের মানদন্ড ও ব্যবস্থাপনা মানিয়া চলিবেন;
(ঘ) পানির অপচয় করিবেন না; এবং
(ঙ) যে কোন চোয়ানের মাধ্যমে (Seepage) প্রবাহিত অথবা নিসৃত বর্জ্যযুক্ত পানি ব্যবহারের স্থান হইতে নির্গত হইয়া, পানির উৎসে যেখান হইতে পানি নেওয়া হইয়াছিল, সেখানে অবশ্যই ফেরত পাঠাইতে হইবে যদি না দায়িত্ববান কর্তৃপক্ষ অন্যভাবে নির্দেশ দেন অথবা সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার অন্যভাবে যোগান দেয় ।

৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ববান ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ পানি ব্যবহারের লাইসেন্স বিতরণ করিতে পারিবে না এবং লাইসেন্স, পারমিট অথবা অন্য কোন প্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেই তাহা সম্ভব ।

৩০. বিধিসম্মত বিদ্যমান পানি ব্যবহার

১) কোন সংযুক্ত শর্তসহ একটি বিধিসম্মত বিদ্যমান পানি ব্যবহারকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহা এমন পর্যায়ে দীর্ঘতর করা সম্ভব যাতে ইহা সীমাবদ্ধ, নিষিদ্ধ এবং বিচ্যুত না হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবার প্রয়োজন মনে না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান পানি ব্যবহার দীর্ঘায়িত করিবার জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে । যদি কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স ইস্যু করা হয় তাহা হইলে তিনি পানি ব্যবহারের উৎস হিসাবে কর্তৃত্ব লাভ করিবেন । লাইসেন্স অনুমোদন না হইলে পানি ব্যবহারের অনুমতি আর থাকিবে না ।

২) উপধারা ১ সাপেক্ষে বিদ্যমান পানি ব্যবহারকে এই আইন জারি/বাস্তবায়ন হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে দুই বৎসর সময়ের মধ্যে যে কোন স্থানে কার্যকর করা হইয়াছিল বলিয়া গন্য করা হইবে; এবং
   (ক) উন্মুক্ত মৎস্য চাষের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুক্ত জলাশয়ের পানি ব্যবহার অনুমতি দানের যোগ্য এই আইনের প্রথা অনুযায়ী অথবা অন্য কোন আইনের মাধ্যমে যাহা এই আইন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কার্যকর ছিল;
   (খ) একটি বিদ্যমান বিধিসম্মত পানি ব্যবহারকে উপধারা ৩১ এর অধীনে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়;
   (গ) উপধারা ৫৪ এবং কর্মসুচী ২ এ বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ।

(৩) বিধিসম্মত বিদ্যমান পানি ব্যবহার বলিতে এমন একটি ব্যবহারকে বুঝায় যাহা ইহার বৈধতার তারিখ ঘোষণা হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যে কোন স্থানে দুই বৎসর সময়ের মধ্যে কার্যকর হইয়াছিল ।

৩১. আইন সম্মত পানি ব্যবহারের ঘোষণা

১) সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ার পর একজন লোক পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন যাহা বিদ্যমান পানি ব্যবহারের জন্য ঘোষিত এবং অনুমতি লাভের যোগ্য ।

২) মনোনীত কর্তৃপক্ষ তাহার নিজস্ব উদ্যোগে এই ধারার ৩.৫ এ পানি ব্যবহারের স্থান ঘোষণা করিতে পারেন ।

৩) মনোনীত কর্তৃপক্ষ উপধারা (১) এবং (২) এর অধীনে যাচাই পূর্বক যদি সন্তুষ্ট হন যে পানির ব্যবহার:
  ক) এই আইন শুরু হওয়ার দুই বৎসরের অধিক পূর্বে কার্যকর হইয়াছিল এবং উপযুক্ত কারণের জন্য ইহা অকার্যকর করা হইয়াছিল; অথবা
  খ) এই আইন শুরু হইবার পূর্বে কোন সময়ই ইহা কার্যকর হয় নাই, কিন্তু ইহা আইন সম্মত হইত যদি ইহা কার্যকর করা হইত এবং এই আইন শুরু হইবার পূর্বে ইহা কার্যকর করিবার জন্য যদি কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইত ।

৩২. আইন সম্মত ব্যবহারকে মানিয়া নিতে অস্বীকার করিবার বিরুদ্ধে আপিল

কোন ব্যক্তি কোন বিদ্যমান আইন সম্মত ব্যবহারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে অস্বীকৃতি জানাইলে ৬০ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট মানিয়া নিতে অস্বীকারের জন্য আপিল করিবার সুযোগ পাইবেন। যেহেতু তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করা হইবে।

৩৩. বিদ্যমান বিধিসম্মত পানি ব্যবহারের স্থায়িত্ব

কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উত্তরাধিকারী নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে বিদ্যমান আইন সম্মত পানির ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে পারে যদি-

ক) ঐ ব্যবহারের সাথে কোন বিদ্যমান অথবা নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পৃক্ত থাকে;

খ) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সের মাধ্যমে ইহার প্রতিস্থাপন করা হয়;

গ) এ আইনের অধীনে অন্য কোন সীমাবদ্ধতা অথবা নিষেধাজ্ঞা থাকে।

পরিচ্ছেদঃ ৫
পানি ব্যবহারের জন্য সাধারণ প্রাধিকার এবং লাইসেন্স

৩৪. সাধারণ প্রাধিকার

(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ইসিএনডব্লিউআরসি এর সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সাধারণ প্রাধিকারের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনার পর পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। একটি সাধারণ প্রাধিকার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পানি সম্পদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, জনগণের একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী, সঠিকভাবে বর্ণিত একটি ভৌগলিক এলাকা, সময়কালের জন্য সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের সাথে এর নিশ্চয়তা বিধান করিবে। সাধারণ প্রাধিকারের অধীনে পানি ব্যবহারের জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে সংবাদ পত্রে যথাযথ প্রকাশ না করিয়া কোন সাধারণ প্রাধিকার ইস্যু করা যাইবে না:

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ প্রাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং

(খ) একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা ও তারিখ উল্লেখপূর্বক যাহা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের পূর্বে নয় এবং গৃহীত সমস্ত মতামত বিবেচনায় আনিয়া আহ্বানকৃত লিখিত মতামত প্রস্তাবিত সাধারণ প্রাধিকারে পেশ করিতে হইবে।

৩৫. পানি ব্যবহারের লাইসেন্স

(১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পানি ব্যবহার অবশ্যই বিদ্যমান আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লাইসেন্সভূক্ত এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত মানদন্ড অনুসারে হইতে হইবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইহা একটি অনুমোদিত ব্যবহার হিসাবে কর্মসূচী (এক) এ তালিকাভূক্ত না হয় অথবা যদি কোন বৈধ কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তার উপর চাপ প্রয়োগ না করে।

(২) এই সমস্ত লাইসেন্সে সর্বাধিক কি পরিমাণ পানি অন্য দিকে সরানো অথবা অপসারণ করা যাইবে, অন্যদিকে সরানো অথবা অপসারণের সর্বাধিক হার, বৎসরের কোন কোন সময়ে পানি অন্য দিকে সরানো অথবা অপসারণ করা যাইবে, অন্য দিকে সরানোর পয়েন্ট অথবা পয়েন্ট সমূহ অথবা নলকূপ গুলির অবস্থান, পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্য, পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতার অবস্থা এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয়তা যখন জরুরী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা উল্লেখ থাকিবে।

৩৬. সাধারণ প্রাধিকার এবং লাইসেন্স ইস্যুর বিবেচ্য বিষয়

একটি সাধারণ প্রাধিকার ইস্যুর ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা লাইসেন্স মঞ্জুরের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত শর্তসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ বিবেচনা করিতে পারেন:

(১) বিদ্যমান বৈধ পানি ব্যবহার;

(২) জনগণের সাথে কার্যকর এবং সুবিধাদায়ক পানি ব্যবহার;

(৩) পানি ব্যবহারের আর্থ-সামাজিক প্রভাবকে ক্ষমতা প্রদান;

(৪) সংশ্লিষ্ট সম্পদের জন্য প্রযোজ্য যে কোন জলাধার ব্যবস্থাপনা কৌশল;

(৫) পানি সম্পদ এবং অন্যান্য পানি ব্যবহারকারীর উপর পানি ব্যবহারের প্রভাব;

(৬) পানির গুণগতমানের উদ্দেশ্যাবলী এবং

(৭) পানির ব্যবহারকে বৈধ করার লক্ষ্যে পানি ব্যবহারকারী কর্তৃক বিনিয়োগ ।

৩৭. সাধারণ প্রাধিকার এবং লাইসেন্সের জন্য আরোপিত শর্তাবলী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটি সাধারণ প্রাধিকার অথবা লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে অথবা মানদন্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(ক) সংরক্ষণ সম্পর্কিত:

(১) পানি সম্পদের সংশ্লিষ্টতা;

(২) জলস্রোত প্রবাহ অঞ্চল এবং

(৩) অন্যান্য বিদ্যমান এবং ক্ষমতাবান পানি ব্যবহারকারীগণ ।

(খ) পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত:

(১) পানি সংরক্ষণের উপায়সহ যে কোন পানি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ;

(২) পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং, পরিমাপ এবং যন্ত্রপাতি লিপিবদ্ধ করণের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিমাপ ও পানি ব্যবহারের দৃশ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য শুল্ক আরোপ;

(৩) একটি পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতি/অনুমোদন এবং আনুগত্যের প্রয়োজন হইবে;

(৪) পানি ব্যবহারের জন্য মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন হইবে;

(গ) পশ্চাৎ প্রবাহ সম্পর্কিত এবং নির্গত বা অপসারিত বর্জ্য অপসারণ:

(১) একটি পানির উৎস নির্দ্দিষ্ট করা যাহার মাধ্যমে পানি অবশ্যই অপসারিত হইবে;

(২) ইহার কিছু পরিমাণ অথবা সকল রাসায়নিক এবং বাহ্যিক উপাদান সমূহের অনুমোদিত মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করা;

(৩) নির্দ্দিষ্ট করার মাধ্যমে পানি অবমুক্ত করিবার পূর্বে অবশ্যই বিশুদ্ধকরণ-প্রক্রিয়া নিশ্চিত করিতে হইবে ।

উল্লেখিত এইসব বিষয়াদি যথাযথভাবে বিদ্যমান পরিবেশ আইন অনুসরণ পূর্বক করা হইবে ।

(ঘ) নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ব্যাপারে:

(১) বর্জ্য বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, দূষণ প্রতিরোধ এবং প্রতিস্থাপিত যন্ত্রপাতির পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা; এবং

(২) পানি সম্পদের দূষণ প্রতিরোধের জন্য যেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা ।

উল্লেখিত এই সব বিষয়াদি যথাযথভাবে বিদ্যমান পরিবেশ আইন অনুসরণ পূর্বক করা হইবে ।

(ঙ) পানি অপসারণ অথবা সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে:

(১) সংগৃহীত পানির সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা প্রবাহের শতকরা অনুপাত নির্ধারণ;

(২) প্রতিবন্ধকের হার নির্ধারণ;

(৩) বোরহোল নির্মাণ এবং বোরহোল হইতে পানি উত্তোলন প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্টকরণ;

(৪) যেখান হইতে পানি নেওয়া হইতে পারে সে স্থান নির্দ্দিষ্টকরণ;

(৫) যখন পানি নেওয়া হইতে পারে তাহার সময়কাল নির্দ্দিষ্টকরণ;

(৬) পানি নেওয়ার জন্য যেই উৎস ব্যবহার করা হইবে সে এলাকার ভূমি চিহ্নিত অথবা সীমাবদ্ধকরণ;

(৭) পানি সঞ্চয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করণ;

(৮) যেই স্থানে পানি সঞ্চিত করা হইবে সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করণ;

(৯) পানির প্রবাহ কার্যক্রম সংকীর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভব হইলে;

(১০) পানি প্রবাহ এবং পানি সম্পদের উপর অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাবের সীমাবদ্ধতার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে;

(১১) লাইসেন্স কার্যক্রম প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট পানি প্রবাহ হ্রাসের বিস্তৃতি নির্ণয়ের জন্য একটি পদ্ধতি গঠন ।

৩৮. প্রাধিকার মানিয়া নিতে ব্যর্থতা

(১) যদি কোন ব্যক্তি প্রাধিকারের কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঐ ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ জারি পূর্বক তাহাকে নির্দেশ দিতে পারে অথবা যিনি শর্ত লংঘন করিয়াছেন অথবা ঐ সম্পত্তির মালিকের যেখানে শর্ত লঙ্ঘিত হইয়াছে সেইখানে লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়টি নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লেখ পূর্বক অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহনযোগ্য দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) যদি নোটিশে উল্লেখিত নির্দ্দিষ্ট সময় অথবা মঞ্জুরকৃত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শর্ত লঙ্ঘনের প্রতিকার না করা হয় তাহা হইলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় শর্ত লঙ্ঘন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় যে কোন কার্যক্রম অথবা ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে এবং ঐ ব্যক্তি অথবা যাহার নামে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত মাসুল আদায় করিতে পারিবে ।

৩৯. লাইসেন্সের জন্য জরুরী প্রয়োজন

লাইসেন্সের জন্য জরুরী শর্তাবলী এবং ইহার পুনরীক্ষণ, সংশোধন, স্থগিত ও বাতিল করার নিয়মাবলী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

৪০. লাইসেন্স প্রত্যাহার অথবা সাধারণ প্রাধিকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাসময় পর্যবেক্ষণ এবং শুনানির পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাইসেন্স অব্যবহৃত থাকার দরুন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানির লাইসেন্স অথবা সাধারণ প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইতে পারে যদি লাইসেন্সে আরোপিত শর্তসমূহের চরম লঙ্ঘন, অবৈধভাবে পানি বিক্রি, ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থতা অথবা নিয়ম-নীতি মানিতে অস্বীকৃতি অথবা যে কোন বিধিসম্মত আদেশ, দূষণ, সমাজের জন্য ক্ষতিকর বেআইনী অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কার্যাবলী সম্পাদন করিলে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন আইন অনুযায়ী যখন উপযোজককে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৪১. লাইসেন্সের ধরন পরিবর্তন এবং বাতিল অথবা প্রাধিকার

সরকার যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং শুনানি শেষে অধিকতর লাভজনক প্রকল্প অথবা বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সমস্ত পানির লাইসেন্স এবং প্রাধিকার পরিবর্তন বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং এই সমস্ত কারনে যে বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে লাইসেন্স বাতিলাদেশ করা হইয়াছে তাহার পক্ষ হইতে ক্ষতিগ্রস্থ পানি লাইসেন্স অধিকারীকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হইবে।

৪২. লাইসেন্স ছাটাই অথবা পানি স্বল্পতার সময় প্রাধিকার

সরকার যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং শুনানি শেষে বৈধ প্রাপকের মধ্যে সুযোগ সুবিধা বন্টনের সুবিধার্থে পানি স্বল্পতার সময় লাইসেন্সের আওতায় অথবা পানির ব্যবহার অথবা প্রাধিকার বলে পানির ব্যবহার হ্রাস করিতে পারিবে।

৪৩. পানির সমস্যা প্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ

ওয়ারপো (WARPO) দেশের পানির সমস্যা প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করিয়া ঘোষণা দিবে যাহাতে পূনরায় পূর্ণযোগ্য ভূ-গর্ভস্থ অগভীর পানির স্তরকে টিকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয়। ওয়ারপো চিহ্নিত দুস্প্রাপ্য এলাকাগুলিতে পানির অনুসন্ধান এবং সদ্ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবে।

৪৪. পানির সমস্যা প্রবণ এলাকায় পানি বরাদ্দ

(১) যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভূত না হয় তাহা হইলে পানি বন্দোবস্ত কর্মসূচী সাধারণত কোন নির্দিষ্ট পানির সমস্যা প্রবণ এলাকায় নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার অথবা ইসিএনডব্লিউআরসি কর্তৃক মনোনীত অন্যকোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বরাদ্দ হইবে-গৃহস্থালী এবং পৌরকাজে ব্যবহার, মৎস্যচাষ এবং বন্যজন্তু, নদী শাসনের প্রয়োজনে সেচ, শিল্প, পরিবেশ, লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা, নৌচালনা, বিনোদন এবং বিশেষ ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান ক্ষমতা বিবেচনা পূর্বক এবং গৃহীত সমস্ত আবেদন এবং আইন দ্বারা নির্ণয়কৃত কার্য-পরিচালনার প্রণালী অনুসারে হইবে।

(২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পুর্বক ধারা (১) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পানি সমস্যা প্রবণ এলাকায় যে কোন ধরণের পানি ব্যবহারের জন্য একটি কার্য পরিচালনা প্রণালী গঠন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্স দ্বারা পূর্বের বিদ্যমান বিধিসম্মত যে কোন পানি ব্যবহারের প্রাপ্য লাইসেন্স প্রতিস্থাপন করা হইবে।

পরিচ্ছেদঃ ৬
পানির উপর নিয়ন্ত্রণ

৪৫. বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা

(১) সমতল ভূমির বন্যা রক্ষায় ঐ সমস্ত এলাকায় ইসিএনডব্লিউআরসি (ECNWRC) চিহ্নিত বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল এবং স্বীকৃত বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকার সমন্বয় বিধান করিতে পারিবে।

(২) ঘোষিত বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকার ক্ষেত্রে আইন জারির মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ অথবা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ যেমনঃ সৈকতে চাষাবাদ এবং স্রোত সংক্রান্ত সমতল জলাভূমি এবং বেসরকারি বাঁধ অথবা দুর্গের দেয়াল যাহা ক্ষতি করিতে পারে অথবা পানির জলাধার এবং বাঁধের অবনতি ঘটাইতে পারিবে। পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যাহত, পানি প্রসঙ্গে বাঁধা, স্বাভাবিক পানি প্রবাহ পরিবর্তন, বন্যায় ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি অথবা বন্যা সমস্যার প্রকোপ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বন্যার হাত হইতে রক্ষা যেমনঃ মেট্রোপলিটন এলাকা, সমুদ্র, বিমান বন্দর এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল।

৪৬. পানির সংরক্ষণ

(১) জলস্রোতের পানি আধারে এমন পরিমাণ সংরক্ষণ করা যাইবে না যাহাতে অন্যান্য পানি ব্যবহারকারীদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। যেকেহ প্রাধিকার সূত্রে আধারটি পরিচালনা করুক না কেন সে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী কমপক্ষে জলস্রোত প্রবাহ পরিমাণ পানি সরবরাহ করে।

(২) সরকার অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত নিয়ম কানুনের বাহিরে কোন আধার পরিচালনা করা যাইবে না।

৪৭. ভূ-গর্ভস্থ পানির নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ

(১) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান আইনের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রক্রিয়া এবং মান নির্ণয় করিবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিটি বোরিং এর রেজিস্ট্রেশন অথবা বিদ্যমান বোরিং এর পরিবর্তন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রয়োজন।

(২) ভূ-গর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মান নির্ধারণ অনুসরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি ড্রিল/ছিদ্র নির্মাণ, বৃদ্ধি, অন্যকোন ভাবে কোন বোরহোল পরিবর্তন, বোরহোল ড্রিলিং প্রোগ্রামে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে না।

(৩) পানির বিস্তৃতি অথবা সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান নিরীক্ষা অথবা পরিস্কার, জীবাণুমুক্ত, পরীক্ষা অথবা বোরহোল মেরামত ব্যতীত ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্ষতিসাধন অথবা কোন বোরহোল হইতে পানি গড়াইয়া অপচয় হইতে না পারে এমন কাজ হইতে বিরত থাকা।

(৪) ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রকল্প পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণকৃত পানির স্তরকে একটি সংকটপূর্ণ সীমার নীচে নিতে পারিবে না।

(৫) পানি সম্পদ মন্ত্রাণালয়ের ক্ষমতা -

(ক) পানিধারক স্তর হইতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিরাপদ পানি উত্তোলন এবং উহার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(খ) পানিধারক স্তরকে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য পানি উত্তোলনের বাধ্যবাধকতা এমনভাবে আরোপ করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা সংঘবদ্ধভাবে পানির স্তরের নিরাপদ সরবরাহের মাত্রা অতিক্রম করিতে না পারে।

(গ) আর্টেসিয়ান কূপ সম্পর্কিত বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া অপচয় প্রতিরোধ অথবা পানি দূষণ অথবা আর্টেসিয়ান চাপ হ্রাস এবং

(ঘ) পানিধারক স্তরগুলি পুনর্ভরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহন।

৪৮. সর্বনিম্ন জলস্রোত প্রবাহের মান

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নৌ-চালন, লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়ারপো (WARPO) যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং শুনানি শেষে নদীর এবং জলস্রোতের সর্বনিম্ন জলস্রোত প্রবাহ এবং তাহাদের সর্বনিন্ম পানিধারক স্তর প্রতিষ্ঠা করিবে।

৪৯. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা

(১) যে কোন জল বিভাজিকা অথবা ভূমি সংলগ্ন যে কোন এলাকা অথবা উপরিভাগের যে কোন ভূ-গর্ভস্থ পানি সরকার সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা দিতে পারিবে।

(২) আইন ও বিধান জারি পূর্বক সংরক্ষিত এলাকায় ভূ-পরিস্থ অথবা ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এমন কার্যকলাপ অথবা অনুরূপ তদন্তের ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা অথবা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৫০. পানির উৎস সংরক্ষণ

(১) কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট নিচু জায়গা এবং পানির উৎস ভরাট করিতে পারিবে না যাহা প্রধান শহর ও গ্রাম এলাকার পানিধারক স্তর পূনর্ভরণের জন্য এবং বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) আইনের প্রাধান্য- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদাধীনে প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে। তবে "মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাট, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য প্রণীত আইন, ২০০০" (২০০০ সালের ৩৬ নং আইন) এর প্রয়োগ এই আইন দ্বারা বারিত হইবে না।

(৩) খাল নিয়ন্ত্রণ- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/বোর্ড কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এমন প্রত্যেক খাল, পানি প্রবাহ পথ, পানি নিষ্কাশন পথ, বাঁধের পাদদেশের পথ এবং এরূপ বাঁধ, খাল অথবা পানি প্রবাহ ও নিষ্কাশন পথের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা ইহার অংশ হিসাবে পরিগণিত অথবা ইহার উপর অবস্থিত সকল ভূমি, মাটি, পথ, গেট, বার্ম এবং ঝোপ ক্ষেত্রমতে সরকার/জেলা প্রশাসক/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/বোর্ডের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। তবে খাল খনন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গ্যাস পাইপ লাইন ক্রসিং

এর বিষয়টি পূর্বে পেট্রোবাংলা ও তাহার আওতাধীন কোম্পানী হইতে অবহিত হইতে হইবে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক নুতন কোন গ্যাস পাইপ লাইন খালের অভ্যন্তর দিয়া ক্রসিং-এর পূর্বেই বোড অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে খালসমূহ ঢাকা ওয়াসার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(৪) ভরাট নিয়ন্ত্রণ।

ক) যথাযথ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ভূমি জরিপ নকশায় চিহ্নিত বিল, হাওর-বাওর, প্লাবন ভূমি অথবা জলাশয় সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ ভরাট করা যাইবে না;

খ) প্লাবন ভূমির উপর দিয়া বন্যার পানি প্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথ/গতিধারাকে বাঁধাগ্রস্ত/প্রতিহত করা যাইবে না;

গ) দেশের বিভিন্ন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, হ্রদ প্লাবনভুমি, জলাশয়ের "মৎস্য সম্পর্কিত জৈবিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ" যাহা মৎস্য গবেষণা অথবা সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত করা হইবে, সেই এলাকার যে কোন প্রকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ভরাট ও নিয়ন্ত্রণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৫১. পানির বিনোদনমুলক ব্যবহার

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (WARPO) পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি বেসরকারি জলস্রোত,হ্রদ অথবা পানির উৎস বিনোদনের জন্য সম্প্রসারণ করিতে পারিবে না। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হইলে ঐ ধরণের পানির উৎস ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

৫২. পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্যানিটেশন

ইসিএনডব্লিউআরসি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত ময়লা পানি এবং ময়লা নিস্কাশন, পয়ঃপ্রনালীর ময়লা নিস্কাশনের জন্য নালা স্থাপন এবং জনসাধারণের স্বার্থে উম্মুক্ত নালা অপসারণসহ যে কোন সরকারি জলাশয় এবং ময়লা নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ পয়ঃনিস্কাশন এবং স্যানিটেশনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আদেশ দিতে পারেন।

৫৩. বাঁধ, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের ছাড়পত্র

(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতীত এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং পরিকল্পনা অনুমোদন সম্বলিত নৌচলাচল যোগ্য পানিপথ প্রবাহ দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ হয় এমন কোন সড়ক, বাঁধ, সেতু এবং স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।- দেশের নৈমিত্তিক/ প্রাকৃতিক বন্যার কবল হইতে দেশের জনসাধারণ ও সম্পদ রক্ষার্থে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ বিশেষভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং অভ্যন্তরীণ নদীর তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা যাইবে।

(৩) বেড়ী বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ।-

ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে নির্মিত বাঁধের স্থায়ীত্ব রক্ষার স্বার্থে নির্মিত বাঁধের উপর অথবা উভয় পার্শ্বে ঢালে অথবা বার্মে কোন প্রকার স্থায়ী আবাসিক এলাকা, ঘরবাড়ি, স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে;

খ) বাঁধ মজবুতকরণ এবং সরকারের বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাঁধের পার্শ্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাইবে;

গ) বাঁধের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাঁধসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সড়ক/রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে;

ঘ) বাঁধ নির্মাণের জন্য খননকৃত খাদ/জলাশয় যদি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার করা না হয় সেই ক্ষেত্রে জলাশয় হিসাবে মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস পালনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে। তবে যে কোন সময়ে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ভোক্তা মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস পালন কার্যক্রম স্থগিত করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৪. অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ

১) সরকার তফসিল: ২ তে নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ হিসাবে অন্যান্য সকল কার্যকলাপ যাহার মধ্যে পানি সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব রহিয়াছে অথবা যাহা আইনের মাধ্যমে একটি নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে অথবা জল স্রোত প্রবাহ হ্রাস কার্যক্রম অথবা সরকারের মতে যাহা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার নীতির সাথে অসঙ্গত তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবে।

২) সরকার পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জলস্রোত কার্যকলাপ কমানোর অপরাধের দন্ডপ্রাপ্তির জন্য একজন জমির মালিক অথবা দখলকারীকে নোটিশ প্রদান পূর্বক নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে জমি হইতে উচ্ছেদ, জোরপুর্বক জমি গ্রহন অথবা অবসান ঘটাইতে পারিবে।

পরিচ্ছেদ : ৭
সংস্কার, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার

৫৫. পানি ব্যবহারে ফলপ্রদক ভূমির আঞ্চলিক বিভক্তকরণ

ইসিএনডব্লিউআরসি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় পূর্বক দেশের পানি সম্পদের কার্যকর এবং স্থায়ী ব্যবহারের জন্য শিল্প, কৃষি, ঈষৎ লোনা পানিতে মৎস্য চাষ (ব্রাকিশ একুয়াকালচার) হেচারীসহ নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত বিধিমালার উন্নয়ন করিবে।

৫৬. সংযোজক পানি ব্যবহার

সকল প্রকার সেচ এবং নগর পানি সরবরাহ পরিকল্পনায় বৃষ্টির পানির আশাব্যঞ্জক সংগ্রহসহ মন্দ প্রভাব হ্রাস এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ সকল ধরনের ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার বিবেচনায় আনিতে হইবে।

৫৭. ক্ষতিকর বস্তু হইতে পানি প্রবাহ রক্ষা

কোন নলকূপের পানিতে খনিজ পদার্থ অথবা মানুষ, জীবজন্তু, কৃষি এবং গাছপালার জন্য ক্ষতিকর অন্য কোন বস্তু পাওয়া গেলে সে পানি যাহাতে জমিতে অথবা ভূ-পরিস্থ অন্য কোন পানিতে অথবা অন্য কোন পানিধারক স্তরে অথবা কঠিন শিলা স্তরে প্রবাহিত হইতে না পারে উহা প্রতিরোধের দায়িত্ব সকলের উপর অর্পিত থাকিবে।

৫৮. পানি সম্পদের দূষণ প্রতিরোধ

কোন ব্যক্তি কোন বিদ্যমান আইনের অধীনে পরিবেশগত মানকে বজায় না রাখিয়া যোগ্য কর্তৃপক্ষের দূষণ আজ্ঞাপত্র অথবা বর্জ্য অপসারণের আজ্ঞাপত্র ইস্যু ব্যতীত পানি দূষিত করিতে পারিবে না।

৫৯. নদ-নদী, প্রাকৃতিক জলাশয়, খাল ও আর্দ্রভুমি সংরক্ষণ

১. প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন হাওড়, বাওড়, বিল, জলাভুমি ও বিল পানি প্রবাহ বিস্তার অথবা অভিবাসন পাখীর আবাস স্থলের জন্য খুবই প্রয়োজন এবং এই সব জলাশয়ে যথাসম্ভব নিস্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিহার করা উচিত।

২. পানি ও নৌ-চলাচল।

ক) জনস্বার্থ পরিপন্থী কোন প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করিয়া অথবা ভরাট করিয়া নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না;

খ) পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নৌ-চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সীমিত রাখিতে হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

গ) নৌ-চলাচলের জন্য নদীর নাব্যতা বজায় রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক যেখানে প্রয়োজন নদী খনন (ড্রেজিং) সহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। তবে পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসমূহের গ্যাস পাইপ লাইন অথবা টেলিফোনের কোন ক্যাবল নদীগর্ভের কোন স্থান দিয়া কত গভীরতায় অতিক্রম করিয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানী হইতে পূর্বে অবহিত হইতে হইবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসমূহের নতুন কোন গ্যাস পাইপ লাইন অথবা টেলিফোনের কোন ক্যাবল নদী গর্ভের কোন স্থান দিয়া কত গভীরতায় নেওয়া হইবে সে ব্যাপারে পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

ঘ) পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশের ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

৩. খাল সংরক্ষণ।

ক) বিদ্যমান খাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

খ) খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহে কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না।

গ) সরকারী উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতিত খাল ও জলাশয়ের মধ্যে কোন স্থায়ী স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মান করা যাইবে না।

ঘ) যে কোন পানি প্রবাহ পথের উপর বিদ্যমান অননুমোদিত কাঠামো অপসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং ভবিষ্যতে পানি প্রবাহে বিঘ্ন ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলার এবং খাল, নদীর মোহনায় ও প্লাবন-ভূমিতে অথবা নদীর চরে অপরিকল্পিতভাবে কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

চ) আইন লংঘনকারীর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৪. তদারকী।

ক) জেলা প্রশাসক The Government and Local Authority Lands and Building (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (Ordinance No. xxiv of 1970) এর বিধান অনুযায়ী নদ-নদী, সরকারী জলাশয় ও তীরবর্তী সরকারী খাস ভূমি হইতে অবৈধ দখলদার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া পুনরুদ্ধার করিবে। বাংলাদেশ পানি বোর্ড আইন, ২০০০ অনুযায়ী বোর্ড ও The Port Act, 1908 অনুযায়ী অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ কার্যে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে এবং বোর্ড ও অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন পূনরুদ্ধারকৃত নদ-নদী, খাল, জলাশয় ও তীরবর্তী ভূমি সংরক্ষণ করিবে;

খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকার নদী ও খালের স্বাভাবিক প্রবাহ সংরক্ষণ করিবে। প্রতি বৎসর অন্তপক্ষে একবার সরেজমিনে পরিদর্মন করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে;

গ) নদ-নদী, খাল ও সরকারী জলাশয়ে কোন অবৈধ স্থাপনা দৃষ্টিগোচর হইলে স্ব স্ব সংস্থা তাহাদের আইন অনুযায়ী তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কে অবহিত করিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিবে।

৫. জলাশয় ও ভূমি উদ্ধার।

ক) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপর্ক্ষ নদী মোহনা অথবা দেশের ভৌগলিক জলসীমার মধ্যে জলাশয় ভূমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিব;

খ) নদী ভাঙ্গনে বিলীন হইয়া যাওয়া ভূমি পুণরুদ্ধারের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬. জলাশয় ও প্লাবন-ভূমি সংরক্ষণ।-

ক) মনুষ্য-সৃষ্ঠ অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হ্রদ, বিল, খাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলাশয়কে ভরাট হওয়া হইতে রক্ষা এবং ইহাদের কার্যকারিতা বহাল ও প্রয়োজনে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে;

খ) প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ঠ জলাশয়ের পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখিতে হইবে।

গ) সরকার জনস্বার্থে কোন ভূমিকে প্লাবন-ভূমি/জলাশয় হিসাবে ঘোষনা করিতে পারিবে এবং উক্ত ভূমি সম্পূর্ণ অথবা উহার অংশ বিশেষ যথাযথভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ জারী করিতে পারিবে;

ঘ) নদী খাল অথবা অন্যকোন প্রবাহিত জলাশয় কিংবা প্লাবন-ভূমির কোন অংশ শিল্প কারখানার বর্জ্য, উচ্ছিষ্ট অথবা পারিবারিক বর্জ্য অথবা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কোন বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা ভরাট করা যাইবে না যাহা পরিবেশগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারে।

৬০. পানি সম্পদ প্রকল্প এবং পরিবেশ

১) জীব বৈচিত্র ধারণ, জলজ পরিবেশ, মৎস্য বাস এবং প্রাকৃতিক নিস্কাশন পদ্ধতিকে বিবেচনায় না আনিয়া কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান পানি সম্পদ সম্পর্কিত কোন প্রকল্প হাতে নিতে পারিবে না।

২) পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নদ-নদী, প্রাকৃতিক জলাশয় ও প্লাবন ভূমি হইতে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও মৎস্য আহরণ করা যাইবে। যে সমস্ত সম্পদ আহরণ করিলে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন) ও স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আইন অনুসারে কার্যক্রম গৃহীত হইবে।

৬১. পানি উন্নয়ন প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব উপশম

কোন পানি উন্নয়ন কার্যক্রম অথবা সেচ নেটওয়ার্ক পরিবেশের অবস্থা গুরুতর অবক্ষয় করিতে না পারে এবং পানি উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প উপযুক্ত উপশমের মাধ্যমেহ্রাস করা যায়।

৬২. অবৈধভাবে পানি সম্পদের উপর বিচরণ

নদী বিচরণ আইনে প্রাধিকার প্রাপ্ত না হইলে পনি সম্পদের উপর বিচরণ নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিচরণের সংজ্ঞা এবং ইহার উদ্দেশ্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন।

৬৩. জলাশয়ের পানি অপসারণ

কৃষি, মৎস্য চাষ অথবা পশুপালনের জন্য জলাশয়ের পানি সম্পূর্ণরূপে অপসারণের অনুমতি প্রাপ্ত নয় এবং শুধুমাত্র আংশিক অপসারণের অনুমতি দেওয়া হয় যেইখানে সংগৃহীত পানির বিরাট অংশ অথবা ভূমি এলাকা যাহা শস্য উৎপাদন এবং পশুপালনের জন্য প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

৬৪. নদী জলাশয়ের বাৎসরিক সংযোগ

বেসরকারি প্রকল্পের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজন ছাড়া মনুষ্য কার্যকলাপ দ্বারা নদীর সাথে জলাশয়ের বাৎসরিক সংযোগ বিচ্যুত করা যাইবে না।

পরিচ্ছেদ : ৮
আর্থিক অনুবিধি

৬৫. **পানি ব্যবহারের জন্য মূল্যধার্য**

১) সরকার গেজেট নোটিশ জারির মাধ্যমে মাঝে মাঝে পানির যে কোন ব্যবহারের উপর মূল্য পরিশোধের মূল্যনীতি ধার্য করিয়া থাকেন।

২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিস্কাশন প্রকল্প ব্যতীত সরকার কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে মূল্যনীতি ধার্য করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য যেন:

(ক) সংশ্লিষ্ট মূল্যসহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সমূহ সংযোজন করিয়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্ভবপর হয়:

(১) পানি সম্পদ পরিবীক্ষণ এবং তাহাদের ব্যবহার;

(২) পানি সম্পদ সংরক্ষণ, বর্জ্য অপসারণ এবং সঞ্চয় এবং

(৩) পানি সংরক্ষণ;

(খ) প্রকৃত মূল্যে পানি সরবরাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ:

(১) তদন্ত এবং পরিকল্পনার মূল্য;

(২) নকশা এবং নির্মাণ কাজের মূল্য;

(৩) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য;

(৪) পানি বিতরণের মূল্য;

(গ) সুষম এবং কার্যকর পানি বন্টনের জন্য অর্জন।

৩) সেকশন (১) এ বর্নিত মূল্য নীতি -

(ক) সুষম বন্টনের ভিত্তিতে পৃথককরণ;

(১) বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকা যেমন: গ্রাম্য এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এবং শহর এলাকায় পূর্ণহারে উপরি ব্যয় এবং হ্রাসকৃত মূল্য সংযোজন করে;

(২) পানি ব্যবহারের বিভিন্ন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য;

(৩) পানি ব্যবহারকারীর বিভিন্ন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য;

(খ) পানির উৎসে পানি ফেরত পাঠানোর জন্য মূল্য ছাড় ; এবং

(গ) কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পানি ব্যবহারকারীকে সুষম পানি বন্টনের মূল্য হ্রাস করা।

৪) মুল্যনীতি সেকশন (৩) এর অধীনে পৃথক করা যাইতে পারে-

(ক) পৃথক ভৌগলিক এলাকার ভিত্তিতে -

(১) সামাজিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে;

(২) এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা;

(৩) জনসংখ্যা বিষয়ক অবস্থা;

(খ) বিভিন্ন প্রকার পানির ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে-

(১) পানি ভোগের প্রকৃতি, ভোগজনিত ব্যবহারের জন্য কম মূল্য নির্ধারণ, বানিজ্যিক এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আর্থিক মূল্য নির্ধারণ;পানি ব্যবহারের বিস্তৃতি;

(২) পানির উৎসে ফিরিয়া যাওয়া পানির পরিমাণ;

(৩) পানি ব্যবহারকারীদের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থা;

৫) বর্জ্য অপসারণের জন্য মূল্যনীতি বিভিন্ন হারে নির্ধারণ করিতে পারে;

(ক) অপসারিত বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য;

(খ) অপসারিত বর্জ্যের পরিমাণ এবং গুণগতমান;

(গ) বর্জ্য অপসারণের ফলে প্রকৃতি এবং পানি সম্পদ প্রভাবের বিস্তৃতি;

(ঘ) নির্দ্দিষ্ট পানির মানের ব্যবস্থাপনা অনুশীলণ হইতে অনুমতি প্রাপ্ত পর্যবেক্ষিত উপাত্তের বিস্তৃতি;

(ঙ) পানি ব্যবহার পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় বিস্তৃতি এবং প্রকৃতি।

৬) পানির মূল্য ধার্যের জন্য মূল্যনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার;

(ক) বিভিন্ন পানি সম্পদের শ্রেনী এবং সম্পদের গুণগতমানের লক্ষ্য বিবেচনা করিবে; এবং

(খ) বিবেচনা করিতে পারে -

(১) উৎসাহ ও নিরুৎসাহের মাধ্যমে পানির কার্যকর এবং সুবিধাদায়ক ব্যবহার অগ্রসর করানো;

(২) উৎসাহ এবং নিরুৎসাহের মাধ্যমে পানি সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো;

(৩) উৎসাহ এবং নিরুৎসাহের মাধ্যমে পানির অপচয় প্রতিরোধ;

৭) পানির মূল্য ধার্য করিবার জন্য মূল্য নীতি নির্ধারণের পূর্বে সরকার যাহা করিবেন -

(ক) গেজেটে একটি নোটিশ প্রকাশ:

(১) প্রস্তাবিত মূল্যনীতি ঘোষণা, এবং

(২) স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নিকট হইতে প্রস্তাবিত নীতির উপর লিখিত মন্তব্য, তাহাদের ঠিকানা এবং তারিখ উল্লেখ পূর্বক লিখিত মন্তব্য আহবান করা, তারিখ যেন কোনক্রমেই গেজেট নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের পূর্বে না হয়; এবং

(খ) নির্দ্দিষ্টকৃত তারিখে ও পূর্বে গৃহীত সমস্ত মন্তব্য বিবেচনায় আনিতে হইবে।

৬৬. পানি ব্যবহারের মূল্য ধার্যের জন্য পানিনীতি প্রয়োগ

১) পানি ব্যবহারের মূল্যঃ

(ক) কোন নির্দ্দিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা এলাকায় রহিত করা যাইতে পারে;

(খ) সেকশন ৬৫ এর অধীনে নির্ধারিত পানির মূল্য ধার্যের জন্য পানি নীতি অনুযায়ী আদায় করা যাইতে পারে;

২) সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে বিল পরিশোধ এবং বিল আদায় করা যাইতে পারে;

৩) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চার্য প্রকল্প এলাকায় সেবা মূলক কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে আটকাইয়া রাখিতে হইবে;

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির জন্য যদি কোন ব্যক্তি পানির মূল্য পরিশোধের জন্য পানি সেবা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাধ্যবাধকতা থাকে তাহা হইলে এই অফিসের অধীনে তাহাকে ঐ সমস্ত সেবা মুলক কাজের জন্য মূল্য ধার্য করা হইবে না।

৬৭. পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানি ব্যবহারের মূল্য আদায়

সরকার যে কোন পানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ হইতে পানির মূল্য আদায়ের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা এলাকা অথবা পরিচালনাধীন এলাকার পানি ব্যবহারকারীদেরকে আদেশ দিতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠান এই সেবা মূলক কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দিবে।

৬৮. পানি ব্যবহারকারীর পানির মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা

১) সেকশন ৬৫ তে জারিকৃত আইনের অধীনে যে কোন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই সকল মূল্য পরিশোধ করিবেন।

২) পানির মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ একজন অপরাধী ব্যক্তিকে পানি সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইবে এবং সরকার ঐ সময়ের জন্য গেজেট নোটিশ প্রদান পূর্বক সুদ পরিশোধের হার নির্ধারণ করিবেন এবং আইন অনুযায়ী অন্য কোন শাস্তি পাইতে বাধ্য থাকিবেন।

৩) সেকশন (২) এর ৯ খ এর অধীনে কোন এক ব্যক্তিকে তাহার উপর আরোপিত শাস্তির জন্য স্থানাপন্ন হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

৬৯. পানি ব্যবহারের মূল্য হইতেছে ভূমির মূল্য

১) সেকশন ৬৮ এর অধীনে পানি ব্যবহার সম্পর্কিত মূল্য হইতেছে সুদসহ ভূমির উপর মূল্য এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে মূল্য পরিশোধের জন্য বাধ্য না করিয়া ভূমির বর্তমান মালিকের নিকট হইতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

২) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত দরখাস্তের ভিত্তিতে ৩০ দিনের মধ্যে সুদসহ অপরিশোধিত পানির মূল্য উল্লেখ পুর্বক প্রত্যয়ন পত্র অবশ্যই ইস্যু করিবেন।

৭০. পানির ব্যবহার স্থগিত করার উপর প্রভাব অথবা বাঁধা

কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তির পানির ব্যবহার সীমাবদ্ধ অথবা স্থগিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলেঃ

(ক) সীমাবদ্ধ অথবা স্থগিতকরার জন্য অন্য কোন অধিকারদান না করা হইলে সে অথবা তিনি পানির দাবী করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) সীমাবদ্ধ অথবা স্থগিতকরার ফলে সৃষ্ট কোন লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

৭১. আর্থিকভাবে উৎসাহ

পানির পুনর্ব্যবহার এবং সংস্কারের জন্য এবং অতিরিক্ত কাজে লাগানো এবং দূষণ প্রতিরোধের জন্য আর্থিকভাবে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭২. পানি শুল্ক কর্তৃপক্ষ

১) সরকার সময়ে -সময়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে পানি, পয়ঃনিস্কাশন এবং পানি নিস্কাশনের জন্য শুল্ক ধার্য এবং মূল্য আদায়ের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারে।

২) ইহা বেসরকারী সেক্টর এজেন্সীগুলিকে আর্থিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক মূল্য ধার্য এবং পানি শুল্ক এবং ফি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারে।

পরিচ্ছেদ : ৯
পানি ব্যবহারকারী সংঘ

৭৩. সরকার কার্যকর পানি বন্টন নিশ্চিত, পানি সংরক্ষণের সচেতনতা সক্রিয়করণ, অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থাপনা এবং একটি প্রকল্প অথবা পদ্ধতির পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একজন কর্মকর্তা অথবা সংস্থা অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকল্প, উপ-প্রকল্প অথবা পানি সন্ধান বিষয়ক অথবা একটি প্রকল্পের সামাজিক ইউনিটকে ক্ষমা প্রদান করিতে পারেন ।

৭৪. পানি ব্যবহারকারী সংঘ গঠনের নিয়মাবলী

১) সরকার সময়ে-সময়ে পানি ব্যবহারকারী সংস্থা গঠনের ব্যাপারে নিয়মকানুন ধার্য করিতে পারেন এবং সুষম, কার্যকর এবং অংশগ্রহনমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপণার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী অংশগ্রহনকারী, ভূমিহীন, বর্গা চাষী এবং সংঘের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দলের অংশ গ্রহনের নিশ্চয়তা বিধানের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন ।

২) সরকার কর্তৃক পৃথক কোন আইন গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংস্থাটি সমবায় সমিতির অধ্যাদেশ এবং ইহার অধীনে গঠিত আইনের আওতায় নিবন্ধনভূক্ত হইবে ।

৭৫. সংঘের কার্যকলাপ

অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে সংঘের বিস্তীর্ণ কার্যাবলী এবং দায়িত্বাবলী নিন্মরূপ হইবে:

(ক) প্রাথমিক আলোচনা, সভা, অনুপ্রেরণা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সক্রিয় করার কার্যক্রম;

(খ) পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলির উপর মহিলাসহ অন্যান্য সুবিধাভোগী এবং প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবে ;

(গ) প্রকল্প চক্রের সমস্ত পর্যায়ে অংশগ্রহন নিশ্চিত করিবে;

(ঘ) বাৎসরিক শষ্য/অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ;

(ঙ) প্রকল্পের খরচ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য স্থানীয় সম্পদকে সচল রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ;

(চ) কর্ম পদ্ধতি সুনির্দ্দিষ্ট করা;

(ছ) হিসাব নিরীক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য হিসাব বই সংরক্ষণ করিবে;

(জ) বাস্তবায়নাধীন এজেন্সী, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাবলম্বী গ্রুপ এবং স্থানীয় সরকারি প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির আয়োজনসহ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবার জন্য কার্য সম্পাদন করার সময় সংস্থা সমঅধিকার ধারাবাহিকভাবে এবং মহিলা পুরুষের সমস্ত কার্যক্রমে সফল অংশ গ্রহন নিশ্চিত করিবে;

(ঝ) সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহন করিবে এবং

(ঞ) পানি সম্পদ প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/ কর্ম পরিকল্পনার ফলে উদ্ভুত সংঘাত, কর্মচারী সমিতির নির্বাচন/মনোনয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিবে ।

পরিচ্ছেদ : ১০
ভূমিতে প্রবেশ এবং ব্যবহারের অধিকার

৭৬. ভূ-সম্পদে প্রবেশ এবং পরিদর্শনের জন্য প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

(১) একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ভূ-সম্পদে প্রবেশ এবং সেকশন ৭৮ এর অধীনে নির্ধারিত কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার জন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) সেকশন (১) এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দস্তখতকৃত একটি নিয়োগপত্র দিতে হইবে ।

৭৭. ভূ-সম্পদে প্রবেশ এবং পরিদর্শনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতা

সেকশন ৭৬ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি ভূ-সম্পদে প্রবেশ করিতে পারিবে -

(ক) ভূ-সম্পদের মালিক অথবা দখলকারীকে ন্যায়সম্মত নোটিশ প্রদানের পর ।

(খ) এই আইনের অধীনে অধিকারপ্রাপ্ত পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরোপিত কোন শর্ত, নোটিশ অথবা নির্দেশ প্রতিপালিত না হইয়া থাকিলে তাহা তদন্ত সাপেক্ষে ।

৭৮. সমন জারি এবং সাক্ষীদের জেরা করার ক্ষমতা ইত্যাদি

১) এ আইনের অধীনে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তদন্ত পরিচালনার সময় ১৯০৮ সালের সিভিল কোডের নিয়ম অনুসারে (সেন্ট্রাল এ্যাক্ট ৫, ১৯০৮) মোকদ্দমায় জেরা করিবার সময় নিম্নের বিষয়গুলি, যেমন-
   (ক) সমন জারি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নেওয়া এবং শপথ গ্রহনের পর জেরা;
   (খ) কোন দলিলের আবিস্কার এবং দলিল প্রনয়ণের প্রয়োজনীয়তা;
   (গ) হলফনামার প্রমাণ গ্রহন এবং
   (ঘ) অন্য কোন বিষয় যাহা সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে।
২) এই আইনের অধীনে প্রতিটি তদন্ত বিচার প্যানেল কোড ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে গণ্য করিয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭৯. গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি

আদালত ইহার অধিকারভূক্ত এলাকায় যেইখানে ভূ-সম্পত্তি অবস্থিত সমন জারি করিবেন এবং শপথের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক শুধুমাত্র সমন জারি করা হইবে।
(ক) এই আইন বিশ্বাসযোগ্য যে, ইহাতে অনুমোদিত পানির ব্যবহার সম্পর্কিত কোন শর্ত সংযুক্ত নাই এবং এই সম্পর্কিত কোন নোটিশ অথবা আদেশ প্রতিপালন করা হয় নাই।
(খ) বিশ্বাস করার মত অনেক যুক্তিসম্মত কারণ রহিয়াছে যে পানি ব্যবহার সম্পর্কিত সরবরাহকৃত যে কোন তথ্য সঠিক নহে।
(গ) ভূ-সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশ অস্বীকার করা হইয়াছে।

৮০. অর্থ আদায়ের ধরণ

এই আইনের অধ্যাদেশ অনুসরণ করিবার সময় যদি কোন ব্যক্তির কোন পরিমাণ অর্থ বকেয়া পড়ে অথবা আইন মোতাবেক যদি কোন অর্থ বকেয়া পড়ে তাহা হইলে পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আদায়ের অন্য কোন ধরনের মাধ্যমে আদায় না করিয়া বেসরকারি রেভিনিউ আদায়ের মত অনুরূপভাবে ভূমির বকেয়া আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইতে পারে।

৮১. অধিগ্রহনের বাধ্যবাধকতা

১) এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের জন্য অধিকারভূক্ত হইলে তিনি একই সীমানায় একাধিক জমির মোড়, কৃত্রিম জল প্রণালী অথবা বিচারাদির জন্য পেশ অথবা বিদ্যমান অনুরূপ যে কোন বাধ্যবাধকতা সংশোধন লাভের দাবী করিতে পারেন।
২) অধীগ্রহনকারী এবং জমির মালিকের এবং কার্যাবলী আইনের মাধ্যমে নির্ণয় করা হইবে।

৮২. সরল বিশ্বাসে স্থাপিত পানি কার্যক্রমের মালিকানা

একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান:
(ক) অন্যের মালিকানাধীন জমিতে সরল বিশ্বাসে পানি কার্যক্রম স্থাপিত করা হইলে সেখানকার মালিকানা অধিকারে রাখে;
(খ) ভূমি উন্নয়নের জন্য কোন জমি অন্য কোন পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরের ব্যাপারে অধিকার প্রদান করে।

পরিচ্ছেদ : ১১
সাধারণ অধ্যাদেশ

৮৩. নীতি এবং বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে পারেন এই উদ্দেশ্য যাহাতে:
(ক) পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্য, প্রণালী অথবা বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণ অথবা সীমাবদ্ধ করা যায়;
(খ) পানি স্রোত হইতে পানির ব্যবহার পরিবীক্ষণ, পরিমাণ এবং লিপিবদ্ধ করণের প্রয়োজনীয়তা;
(গ) পানির যে কোন ব্যবহার যদি এই আইনের অধীনে অব্যহতি দেওয়া না হয় তাহা হইলে যোগ্য নিবদ্ধ করণের প্রয়োজনীয়তা;
(ঘ) পানি কার্যাবলীর নকশা অংকন, নির্মাণ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নমুনা এবং মান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়;
(ঙ) পানির উৎস অথবা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানি সংরক্ষণের জন্য যে কোন পানি কার্যাবলীর নকশা, নির্মাণ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ;
(চ) পানির উৎস, আবাসস্থল অথবা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানি সংরক্ষণের জন্য যে কোন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধ;
(ছ) বর্জ্যের মান নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ, গুণগতমান এবং তাপমাত্রাকে নির্দিষ্টকরা, যাহা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানি অথবা পানির উৎসে নির্গত অথবা জমা করা যায়;

(জ) পানির উৎসে অথবা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানিতে নির্গত অথবা জমা হইবার পূর্বে বর্জ্য অথবা অন্য যে কোন শ্রেণীর বর্জ্য বিশুদ্ধকরার জন্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ নির্দিষ্টকরার জন্য ব্যবহৃত হইবে;

(ঝ) পানিতে বর্জ্য নির্গত অথবা জমাকৃত বর্জ্য পানির উৎসে অথবা উপকূলীয় সামুদ্রিক পানিতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে পানি পরিবীক্ষণ এবং প্রণালী নির্দিষ্টকরণের জন্য অনুরূপ পরিবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন;

(ঞ) পানির আয়তন স্থিরকরণের জন্য পানি প্রবাহ কমানোর কার্যক্রম আরোপ এবং পানি বরাদ্দ এবং মূল্য আরোপের উদ্দেশ্যে প্রণালী নির্দিষ্টকরণ;

(ট) পানি বরাদ্দের প্রক্রিয়া নির্দিষ্টকরণ;

(ঠ) সংশিষ্ট বিভাগ/সংস্থা পানি সম্পদ সংগ্রহ, অগ্রগমনের পথ বা প্রণালী এবং প্রচারমূলক তথ্য গঠনের কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা;

(ড) মতামত সৃষ্টিকরার মাধ্যমে পানি বন্টন প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা যে টেকসই ব্যবহারের সাথে সুসঙ্গত তাহা নিশ্চিত করা;

(ঢ) পানি অবশ্যই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া সংগ্রহ করা অথবা অপচয় করা যাইবে না;

(ণ) সর্বশেষ ব্যবহার সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা;

(ত) পানি ব্যবহারকারী এবং প্রদানকারীর অধিকার, দায়িত্ব এবং সরকারের মুখোমুখি স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা;

(থ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে পানি ব্যবহার স্থানীয় জনসাধারণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মুখোমুখি জাতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা;

(দ) পানি ব্যবহরের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ প্রতিনিধিকারী সংস্থা কর্তৃক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;

(ধ) পানি সেবা প্রদানকারী প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলিকে পানির নিম্নাভিমুখের কৈফিয়ত দিতে বাধ্যবাধকতা ও প্রাসঙ্গিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান;

(ন) বিভিন্ন পানি ব্যবহারকারী দলকে আইনগত পদমর্যদা প্রদান।

৮৪. বাধ্যবাধকতার সীমাবদ্ধতা বা দায়বদ্ধতার সীমা

রাষ্ট্র অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রকার ক্ষতি অথবা অপচয়ের জন্য দায়ী নহে যদি,

(ক) এই আইনের অধীনে কোন ক্ষমতা ব্যবহার অথবা কোন কার্যকলাপ অথবা দায়িত্ব সম্পাদন করেন;

(খ) এই আইনের অধীনে কোন ক্ষমতা ব্যবহার অথবা কোন কার্যকলাপ অথবা দায়িত্ব সম্পাদনে যদি ব্যর্থ হন।

যদি না ক্ষমতা ব্যবহার অথবা ক্ষমতা ব্যবহারে ব্যর্থতা অথবা কৌশলাদি অথবা কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতা অথবা দায়িত্ব বে-আইনী ছিল, অবহেলা সম্পন্ন অথবা বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্বক ছিল।

৮৫. সংশোধন, প্রতিস্থাপন এবং দলিল প্রত্যাহার

১) কোন আইন, বিধিবিধান, লাইসেন্স, নির্দেশ বা নোটিশসহ এই আইনের অধীনে একটি দলিল প্রনয়ণের ক্ষমতাসহ সংশোধনের ক্ষমতা, প্রতিস্থাপন এবং দলিল প্রত্যাহার, যদি না প্রাসঙ্গিক অধ্যাদেশে কোন অসংঙ্গত উদ্দেশ্য দেখা যায়।

২) এই ধারার (৩) ধারা সাপেক্ষে মূল ক্ষমতার মতই অবশ্যই ক্ষমতা সংশোধন, প্রতিস্থাপন এবং একটি দলিল প্রত্যাহার একই অবস্থায় সীমাবদ্ধতা মানিয়া চলিতে হইবে।

৩) একটি দলিল সংশোধনের ক্ষেত্রে,

(ক) যে কোন ব্যক্তির অধিকার এবং নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিবে না।

(খ) কার্য-পরিচালনার প্রণালী অনুসরণ না করিয়াই দলিলের কার্যক্রম চালু করিয়া দলিল সংশোধন করা যাইতে পারে যদি না তাহাতে কোন অসংঙ্গত উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কোন করণীক ভুল ত্রুটি, অনিচ্ছাকৃত ভুল অনুল্লেখিত থাকিলে সংশোধন করা যাইবে।

৮৬. আইন বাতিলের প্রতিক্রিয়া

১) অন্য কোন আইনে কোন কিছু চালু থাকা সত্ত্বেও প্রণীত এই আইন এবং নিয়মাবলীতে প্রদত্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

২) কোন ব্যক্তিকে পানি ব্যবহারের মূল্য পরিশোধ হইতে অব্যহতি অথবা আইন বলে সীমাবদ্ধকরণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করা হইলে এই আইন যে কোন অনুবিধি স্থগিত করিতে পারে।

তফসিল: ১
অনুমতিদানের যোগ্য পানির ব্যবহার

১) এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের অনুমতি পত্র ইস্যু ছাড়া -

(ক) গৃহস্থালী কাজে স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য, ছোট বাগান, জীবজন্তু পানি দ্বারা গোসল করানোর জন্য, হাত দ্বারা, হস্তচালিত যন্ত্র অথবা ক্ষুদ্র পাম্পের সাহায্যে জলাশয় ও বোরহোল সহ সরাসরি কোন পানির উৎস হইতে পানি নিতে পারেন যেইখানে ঐ ব্যক্তির আইনগত প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে ।

(খ) কোন ব্যক্তির নিজস্ব জমি অথবা অধিকারভূক্ত জমি হইতে ন্যায় সম্মতভাবে প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ডে সর্বাধিক ৫ লিটার কিন্তু ৫ ঘন মিটারের (৫০০০ লিটার) উর্দ্ধে নয় স্বাভাবিক গৃহস্থালী কাজে, ছোট বাগান এবং জীবজন্তু পানি দ্বারা গোসল করানোর কাজে সরাসরি কোন পানির উৎস হইতে পানি নিতে পারেন, যেইখানে ঐ ব্যক্তির আইনগত প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে ।

(গ) প্রবাহিত পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার ।

(ঘ) বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য অথবা ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারের জন্য নদী অথবা জলাশয় হইতে না নিয়া সংগৃহীত পানি টানিয়া ব্যবহার অথবা গৃহস্থালী কাজে পুনর্ব্যবহারের জন্য নির্মাণ কাজের গ্রহণ/সূচনা ।

(ঙ) এই আইনের অধীনে বিধিবিধান নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে যে কোন এলাকার গভীরতা সীমাবদ্ধ না করিয়া গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য অগভীর নলকূপ অথবা পাতকূয়া স্থাপন করিতে পারেন ।

(চ) দূর্যোগের সময়/জরুরী অবস্থায় যে কোন উৎস হইতে সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য পানি নিতে পারেন ।

(ছ) বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে-

(১) কোন ব্যক্তির পানির ব্যবহার অথবা পানি উৎসের উপরস্থ পানি ব্যবহারের আইনগত অধিকার যদি থাকে ।

(২) পানি স্রোত সংলগ্ন যে কোন নৌকা নদীর তীরবর্তী যে কোন স্থানে অবিরাম নৌ চলাচলের জন্য নোঙ্গরের সুবিধা পাইবে ।

২) এই তালিকার অধীনে একটি অধিকার দান, অন্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, উপবিধি অথবা বিধি বিধান বাতিল করে না ।

তফসিল: ২
নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ

এই আইনের ৪১ ধারার জন্য নিম্নলিখিত কার্যকলাপসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইবে:

(ক) কোন শিল্প সংক্রান্ত কার্যকলাপ অথবা পানি কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট কোন জমিতে বর্জ্যসহ অথবা বর্জ্যযুক্ত পানিসহ সেচ;

(খ) বায়ুমন্ডলীয় বৃষ্টিপাতের পরিমান ইচ্ছাকৃত অথবা পরিবর্তনের উদ্যোগ;

(গ) কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম যাহার ফলে কোন পানি উৎসের প্রবাহ পথ পরিবর্তন হইতে পারে এবং;

(ঘ) কোন বর্জ্য অথবা বর্জ্যযুক্ত পানি দ্বারা পানির স্তর ইচ্ছাকৃত পুণর্ভরন ।

তফসিল: ৩
পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত অথবা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা, কার্যকলাপ এবং দায়িত্বাবলী পালনের এখতিয়ার

১. ভূমিকা

এই আইনের অনুবিধি সাপেক্ষে একটি পানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত যে কোন ক্ষমতা এবং যে কোন কার্যকলাপ এবং দায়িত্ব অথবা এই আইনের সাথে একমত পোষণের নিশ্চয়তা প্রদান করত: সরকারের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় এবং কাম্য অন্য যেকোন ক্ষমতা, কার্যকলাপ এবং দায়িত্ব প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

২. পরিচালনার ক্ষমতা, পুনরীক্ষণ, সংস্কার এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা এবং জলাশয় ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন ।

একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান যাহা করিতে পারিবে-

(ক) পানি ব্যবস্থাপনা এলাকার মধ্যে অনুমোদিত পানি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং পুনরীক্ষন ;

(খ) পানি ব্যবস্থাপনা এলাকার মধ্যে পানি সম্পদ এবং সম্পদের গুণগতমান সংস্কার ও সংরক্ষণ ; এবং

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা এলাকার মধ্যে জলাশয় ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ।

৩. পানি সম্পদ প্রতিষ্ঠানসমূহ পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে

পানি ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য আইন প্রনয়ণ করিতে পারিবে।

১) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর অধীনে প্রণীত আইনগুলি অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাহাতে রহিয়াছে –
 (ক) কোন সময়/যখন ;
 (খ) কোন স্থান হইতে/ যেখানে ;
 (গ) কোন অবস্থায়/ যেইভাবে; এবং
 (ঘ) পানি কার্যক্রম যেখান হইতে পানি ব্যবহার করা হয়।

২) একজন পানি ব্যবহারকারী উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর অধীনে প্রণীত আইনসমূহ তাহার জন্য প্রযোজ্য হইলে অবশ্যই আইনসমূহের প্রতি তিনি আনুগত্য প্রকাশ করিবেন।

৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে প্রণীত একটি আইন প্রাধিকার বলে বিতরণ ব্যবস্থার সুযোগ পাইবেন।

৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে আইন প্রনয়ণের পূর্বে একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত আহ্বান পূর্বক অবশ্যই নোটিশ প্রকাশ করিবে। ঐ নোটিশে একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা, পরিচয় এবং নির্দিষ্ট তারিখ, অর্থাৎ যেই তারিখের পূর্বে মতামত পেশ করা যাইবে সেই তারিখটি যেন কোন ক্রমেই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের পূর্বে না হয় উল্লেখ থাকিবে।

৪. পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে পানি ব্যবহার বন্ধের আদেশ দিতে পারিবে

১) একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে পানি ব্যবহার বন্ধের আদেশ প্রদান করিতে পারে-
 (ক) এই শর্তে যাহা এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নয়; অথবা
 (খ) কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

এই ধরনের অবৈধ ব্যবহার নির্দেশ পত্রে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বন্ধ করার ক্ষেত্রে,

২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে যদি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশপত্র দেওয়া হয় এবং তিনি যদি উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দেশে উল্লেখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন তাহা হইলে পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান তাহার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে। সেগুলো হইতেছে:
 (ক) নোটিশে উল্লেখিত সময় সীমার জন্য পানি ব্যবহারের কর্তৃত্ব বন্ধ রাখিতে পারিবে অথবা
 (খ) পানি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি কার্যক্রম অপসারণ করিতে পারিবে।

৫. পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান পানি স্বল্পতার সময় পানির ব্যবহার সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ, সীমাবদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে

১) অধিকার প্রাপ্তিতে কোন অসঙ্গত থাকা সত্ত্বেও পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান যাহা করিতে পারিবে, তাহা হইতেছে –

২) প্রতিষ্ঠানের মতে কোন এলাকার পানি ব্যবহারকারী দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে এমন সব পানি ব্যবহারকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান।

যদি ঐ কর্তৃপক্ষ যথাযথ কারণ প্রদর্শন পূর্বক মানিয়া নেয় যে পানি স্বল্পতা বিদ্যমান অথবা এমন কোন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ যেইখানে -

(১) পানি ব্যবহার সীমিত অথবা নিষিদ্ধ;
(২) সংরক্ষিত পানি অবমুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে কোন লোকের প্রয়োজন ;
(৩) কোন রকম পানি কার্যক্রম ব্যবহার নিষিদ্ধ;
(৪) কোন নির্দিষ্ট পানি সংরক্ষণের উপায়ের প্রয়োজনীয়তা আছে;

৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে একটি নোটিশ প্রদান, যাহাতে অবশ্যই -
(ক) নোটিশের সাথে সম্পর্কিত ভৌগোলিক এলাকা অথবা পানি সম্পদ নির্দিষ্ট করা আছে;
(খ) নোটিশের জন্য কারণ ঘোষিত;
(গ) প্রকল্প/ পদ্ধতি শুরু করিবার তারিখ নির্দিষ্ট করা আছে।

৪) উপ-অনুচ্ছেদের ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিবার সময় দায়িত্ববান কর্তৃপক্ষ অবশ্যই–
(ক) সংরক্ষিত বস্তু সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।
(খ) সকল পানি ব্যবহারকারীকে এমন ভাবে পরিচালনা করিবে যাহারা পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মতে নির্দোষ এবং ন্যায়সম্মত।
(গ) বিবেচনা করিবে।
(ঘ) পানি স্বল্পতার প্রকৃত বিস্তৃতি এবং
(ঙ) পানি ব্যবহারকারীদের উপর পানি স্বল্পতার সম্ভাব্য প্রভাব।

৫) যদি কোন মালিক অথবা পানি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ব্যক্তি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ ইস্যুকৃত কোন নোটিশের বিরোধিতা করেন তাহা হইলে পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান যাহা করিতে পারিবে তাহা হইতেছে–

(ক) পরিমিতকরণ অথবা পানি কার্যক্রমের মালিকের পানি কার্যক্রম পরিমিতকরণের প্রয়োজন হইলে নোটিশে অনুমোদনের অধিক পানি ব্যবহার করিতে পারিবে না; অথবা

(খ) নোটিশে যদি পানি ব্যবহারকরণ নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে পানি কার্যক্রম স্থানান্তর অথবা মালিকের প্রয়োজনে তিনি নিজে পানি কার্যক্রম স্থানান্তর করিতে পারিবে

৬) একটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীনে মালিকের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্য ধার্যপূর্বক তাহা আদায় করিতে পারিবে ।